এখনও ক্রীতদাস

STILL ENSLAVE

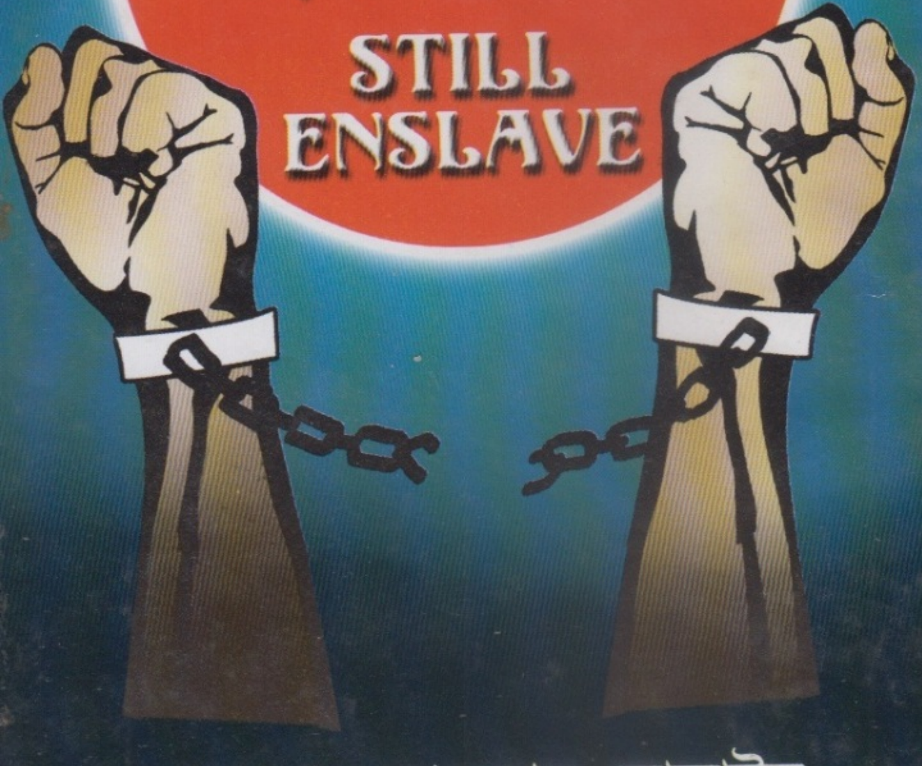

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

এখনও ক্রীতদাস
STILL ENSLAVE

নাটক

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
১৯১, ওয়ারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এখনও ক্রীতদাস
STILL ENSLAVE

নাটক

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

www.pathagar.com

এখনও ক্রীতদাস

STILL ENSLAVE

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

সর্বস্বত্ত্ব লেখকের

প্রকাশক-
এ এম আমিনুল ইসলাম
পরিচালক,
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
১৯১, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকাল-
ফেব্রুয়ারী '২০০২

প্রচছদ-
ডিজিটাল গ্রাফিক্স

কম্পোজ-
প্রফেসর'স কম্পিউটার

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

Akhano Kretudus Written by Mohammad Amjed Hossain
Published by Profassor's Publications, Moghbazar, Dhaka-1217.
Tk. 50.00 Only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জাপান থেকে পাঠানো আমার চিঠি
দেশের ডাক পিয়ন যখন হাতে তুলে দেয়
খোলার আগেই খামের উপরে

আদরে যে চুমো খায়
সে আমার দুখিনী মা
আনোয়ারা বেগমের নামে।

www.pathagar.com

যদি কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা সামাজিক নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি মঞ্চায়নের উদ্যোগ নেয় তাহলে লেখকের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে।

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
TORIDE-SHI
INO DANCHI 1-23-408
IBARAKI 302-0012
JAPAN
Tel : 0297-70-5009
Fax : 0297-70-5032
E-mail : amzed 786 @ cello.ocn.ne.jp

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো দর্শকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে একটি নাটকের আয়োজন করার। জাপানের মতো কর্মব্যস্ত উদোম সমাজে এ দায়িত্ব পালন করা ছিল খুবই কঠিন। কেননা ভেজাল সংস্কৃতির সয়লাবের মধ্যে নির্ভেজাল সংস্কৃতি অধুনা দর্শকদের রুচিসম্মত করার কাজটি সহজ নয়। আল্লাহ্ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজে নেমে পড়ি। মাত্র ২২ দিনের প্রচেষ্টায় নাটক লেখা ও মঞ্চায়নের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন হয়। ১২ই আগষ্ট, ২০০১ ইং টোকিওর সুমিদা লাইফ লং লার্নিং সেন্টারের নাট্যমঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

দুনিয়ার মানুষের এতো ব্যস্ততা, এতো প্রয়াস- প্রচেষ্টা, এতো শ্রম মেহনত, এতো দ্বন্ধ-সংগ্রাম কিসের জন্য? পরকালে শান্তি ও সাফল্যের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলা ছাড়া আর কিছু নয়। 'এখনও ক্রীতদাস' নাটক যদি একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে লক্ষ্যে ছুটে চলতে নাট্যামোদী পাঠক/পাঠিকাকে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ যোগায় তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে ভেবে আনন্দ পাবো। কাঁচা হাত হিসেবে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার সুচিন্তিত পরামর্শ সর্বদাই কাম্য। নাটকটি বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে মুহ্তারাম মকবুল আহমদ ও মুহতারাম মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের প্রেরণা ও সহযোগিতার কাছে আমি ঋণী। -লেখক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নাটক সমাজ পরিবর্তনের এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার। ইহা সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। "এখনও ক্রীতদাস" নাটকের বইটি বিশিষ্ট্য নাট্যকার মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন এর এক নিপুন চিন্তা-চেতনার ফসল। নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে সমাজের একটি বাস্তব চরিত্রকে সহজ-সরল ভাষায় নাট্যরূপ দান করেছেন। এক্ষেত্রে নাট্যকারের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে।

ফালাহ্-ই-আম ট্রাষ্ট্রের চেয়ারম্যান জনাব মকবুল আহ্মদ সাহেব বইটি ছাপার জন্য লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকাশের পূর্বে নাটকটি জাপানে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং ব্যাপক দর্শক প্রিয়তা লাভ করেছে। পরবর্তীতে লেখকের সাথে আলোচনা করে বইটি ছাপার উদ্যোগ নিই। এক্ষেত্রে যাঁদের নাম স্মরণ করতে হয় বন্ধুবর কামরুল ভাই, ফরিদ নুমানী ভাই এবং স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম বাবলু ও মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

প্রথম সংস্করণে বইটিতে ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্করণে উদ্যোগ নেয়া হবে।

আশা রাখি বইটি উদ্দেশ্য পূরণে আশারুরূপে সফলতা পাবে। ইন্‌শাআল্লাহ্।

- প্রকাশক

১৫/০৩/২০০২ ইং

মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

অভিমত

জাপানের মতো উদোম সমাজে যেখানে শহরের প্রতিটি Convenient Store পর্নো ম্যাগাজিনে ঠাসা, ভিডিও শপগুলো নীল ছবিতে ভরা রেল স্টেশনগুলোর পাশেই কিলবিল করে নানা রং বেরংয়ের পতিতা, সেখানে নারী বিবর্জিত নাটক 'এখনও ক্রীতদাস' নিঃসন্দেহে তরুণ নাট্যকার ও পরিচালক জনাব মোঃ আমজাদ হোসাইনের এক অনবদ্য প্রয়াস। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে দিশারী শিল্পী গোষ্ঠী, জাপান-এর উদ্যোগে টোকিওর লাইফ লং লার্নিং সেন্টারে মঞ্চায়িত এ নাটকে বাংলাদেশের হালচাল খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। বাজনা, নারী চরিত্র ও দেহ প্রদর্শনী ব্যতিরেকে নাটক মঞ্চায়নের বিষয়টা ভাবাই যায় না। তবুও সুস্থ সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে এ আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মত।

গত ১২ই আগষ্ট রিমঝিম বৃষ্টিভেজা বিকেলে বাংলাদেশী ও জাপানী শিশু, কিশোর, যুবা ও মহিলাদের পদচারণায় সুমিদা লাইফ লং লার্নিং সেন্টার কানায় কানায় ভরে উঠে। না! এতে ছিল না ভারত বা বাংলাদেশের কোন তারকার মেলা। তবুও দর্শনার্থীদের ভিড়ে ভরে যায় পুরো হল। 'এখনও ক্রীতদাস' নাটকে তুলে ধরা হয় আমাদের মাতৃভূমির ঃ (ক) সন্ত্রাসী চক্রের তথাকথিত বড় ভাইয়ের দৌরাত্ম, (খ) সমাজের মুষ্ঠিমেয় সৎ মানুষের অসহায়ত্ব (গ) নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ের লক্ষ্যে গডফাদারদের অপকর্ম (ঘ) চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য (ঙ) জাপান প্রবাসীদের বাবা-মায়ের অবস্থা (চ) জাপানে এসে কিছু যুবকের নৈতিক অবক্ষয় (ছ) জাপানে শেখার অনেক জানার অনেক (জ) জাপানে একে অপরের সহযোগিতা ও মেহমানদারী (ঝ) বাংলাদেশ ও জাপানে আড্ডার ধরন (ঞ) দেশে শিক্ষিত বেকারদের সততা রক্ষার দায় ইত্যাদি।

www.pathagar.com

জাপানে যেখানে জীবন চলে ঘড়ির কাটায় কাটায়। এমনি ব্যস্ততার মাঝেও নাটক মঞ্চায়নের মত এক বিরাট আয়োজন সমন্বয় ও সম্পাদনা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও বলা যায়, আলোক সম্পাত, দৃশ্যের সাথে প্রক্ষেপণ, মঞ্চ সাজানো, ব্যাক গ্রাউন্ড সাউন্ড এডজাস্টমেন্ট মন্দ ছিল না। নাটকের পূর্বে জাপান প্রবাসী উচচ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসকবৃন্দ এক মনোজ্ঞ শুভেচছা আলোচনায় অংশ নেয়। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আকবর আলী সরকারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন বক্তা ইসলামী ধাচের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাট্য মঞ্চায়নের মত সাহসী উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানান।

আগামীতে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ম্যাসেজ সম্বলিত ইসলামী সংস্কৃতিকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেবে এ প্রত্যাশা রইল। নাট্যকার ও পরিচালক, সকল নাট্যাভিনেতা, উদ্যোক্তা, উৎসাহদাতা, সংশ্লিষ্ট দর্শক-শ্রোতা ও মার্জিত রুচির পর্দানশীল বোনদের প্রতি রইল মোবারকবাদ।

মেগাসিটি টোকিওতে "এখনও ক্রীতদাস" নাট্যমঞ্চায়ন সুস্থ, নির্মল ও সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চার এক সাহসী পদক্ষেপ।

এস এম মিজানুর রহমান

টোকিও, জাপান।

www.pathagar.com

অভিমত

'এখনও ক্রীতদাস' নাটকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ও আদর্শের ইঙ্গিত রয়েছে।

একটি জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতির অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে নাটক। নাটক জীবনেরই প্রতিচছবি। জাপানে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে মাওলানা আমজাদ হোসাইন এর "এখনও ক্রীতদাস" নাটকে। জীবনের কঠিন যাতাকলে হাবিব নামের আদর্শিক মানুষটি চৌধুরী নামক ধনিকের রাহুগ্রাসে আক্রান্ত হয়ে ক্ষণিকের জন্য আদর্শহীনতায় ভুগলেও কালের আবর্তে পরিবেশ পরিবর্তনের আদর্শেরই জয় হয়েছে। জীবন জিজ্ঞাসার এই সব দিনকালে "কথক" নামক চরিত্রের অবতারণা জাপানে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের একান্ত বাস্তব অবস্থারই প্রতিফলন। লেখক ও সহযোগিদের এরূপ সাহসী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ।

তৌহিদা বেগম হেনা
ইয়োকোহামা, জাপান।

www.pathagar.com

‘এখনও ক্রীতদাস’ নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন জাপানী শব্দের অর্থ ও পরিভাষা ঃ

খতাছু ঃ এক ধরনের ছোট্ট টেবিল। যা'র নীচে ইলেক্‌ট্রিকাল হিটার ফিট্‌ করা থাকে। টেবিলের উপরে একটি কম্বল জাতীয় ক্লথ থাকে যা চারিদিক দিয়ে কার্পেট পর্যন্ত ঝুলে থাকে। শীতের দিনে ঘরের ভিতরে এ রকম টেবিলের ভিতরে পা ঢুকিয়ে চারদিকে চার জন বসে গল্প, ড্রিংস, বসে বসে খেলা যায় এমন খেলা বা কাজ করে থাকে। এ ধরনের টেবিলের উচচতা থাকে সাধারণত ৩৫ সেন্টিমিটার। লম্বা ও প্রস্থ থাকে সাধারণত 60 X 58 সেঃ মিঃ। নীচে ব্যবহৃত হিটারের তাপমাত্রা বাড়ানো/কমানোর সিস্টেম থাকে। এ সব টেবিল সাধারণ টেবিলের মতোই চারপায়া বিশিষ্ট।

কম্‌পাই ঃ জাপানীরা ড্রিংক্‌স্‌ করার সময় সকলে একত্রে পানপাত্র উপরে তুলে একটির সাথে অপরটির ছোঁয়া দিয়ে কম্‌পাই বলে পান করা শুরু করে। এটা ওদের ভদ্রতা ও ট্রেডিশন। অনেকটা আমাদের সমাজে প্রচলিত ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলে শুরু করার মতো।

সেভেন এলেভেন ঃ জাপানে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা, সকলের নিকট পরিচিত একটি ‘কন্‌ভেনিয়েন্ট স্টোর’ এর নাম। যা' ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে। রাত্রি দিনের যে কোন সময় এসব স্টোর থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস কেনা যায়। তবে সাধারণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চেয়ে এগুলোতে দ্রব্যমূল্যের দাম একটু বেশী।

দায়যবু ঃ ঠিক আছে। Ok বা চিন্তার কোন কারণ নেই ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

আরিগাতউ ঃ ধন্যবাদ।

পকারী সুয়েট ঃ একটি সফ্‌ট ড্রিংক্‌স্‌ এর নাম। খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ। অনেকটা আমাদের দেশে ডাবের পানির মত স্বাদ।

www.pathagar.com

সিন্‌জুকু	ঃ	টোকিওর একটি প্রসিদ্ধ ওয়ার্ডের নাম। এ স্থানটি সকলের নিকটই পরিচিত।
কয়েন বক্স	ঃ	কয়েন অর্থ ভাংতি পয়সা। ভাংতি পয়সা দিয়ে জাপানের প্রায় সব জায়গা থেকে টেলিফোনে কথা বলা যায়। সযত্নে রাখা এই টেলিফোনের বক্স-সেটগুলোকে সবাই কয়েন বক্স বলে।
ম্যাক্‌ডোনাল্ডস্‌	ঃ	একটি ফাস্টফুডের দোকানের নাম। জাপানের প্রায় সব রেলস্টেশনের পাশেই এর শাখা আছে।
পিম্‌পম্‌	ঃ	এক ধরনের কলিং বেল। সাধারণত সব জাপানীদের ঘরের দরজার পাশেই পিম্‌পম্‌ লাগানো থাকে।
মান	ঃ	জাপানী মুদ্রার একটি নাম। জাপানী মুদ্রার একক হলো ইয়েন। দশ হাজার ইয়েনের নোটকে একমান বলে। এক মান আমাদের দেশীয় মুদ্রায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।
মুগি চা	ঃ	গ্রীষ্মের সময় প্রায় সব জাপানী খেতে ভালবাসে এমন একটি চায়ের নাম। ঠান্ডা পানিতে এ চায়ের প্যাকেট এক ঘন্টার মত ভিজিয়ে রাখলে আমাদের দেশের চায়ের মতই রং হয়। খেতেও ভাল লাগে। শরীরের মেদ কাঁটে।
ঐশী	ঃ	খুব স্বাদ।
১ হাজার টয়েন	ঃ	ইয়েন জাপানী মুদ্রার নাম। ১ হাজার ইয়েনের সমপরিমান বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৫০০ টাকা।

www.pathagar.com

চরিত্র লিপি

হাবিব	ঃ	[শিক্ষিত বেকার যুবক]
কথক	ঃ	[উপস্থাপক]
করিম মিয়া	ঃ	[গ্রামের সাধারণ কৃষক]
ডাকপিয়ন	ঃ	
জামাল চৌধুরী	ঃ	[প্রভাবশালী অসৎ ব্যবসায়ী]
টিটো	ঃ	[জামাল চৌধুরীর হুকুমের দাস]
পিন্টু	ঃ	[টিটোর সহকারী]
মন্টু	ঃ	[টিটোর সহকারী]
বিমল মিত্র	ঃ	[থানার ওসি]
পাগল	ঃ	[একটি সন্দেহভাজন চরিত্র]
সাজ্জাদ হোসেন	ঃ	[খ্যাতিমান ডাক্তার]
ডায়মন্ড	ঃ	[জাপান প্রবাসী]
রনি	ঃ	[,,]
হাকিম	ঃ	[,,]
শহীদ	ঃ	[,,]
মার্ক	ঃ	[,,]
মনু	ঃ	[জাপানে মাস্তানী করে]
নাম্বার ওয়ান	ঃ	[মনুর সহযোগী]
নাম্বার টু	ঃ	[,,]
নাম্বার থ্রি	ঃ	[,,]
রহীম	ঃ	[করিম মিয়ার ছেলে]
সাঈদ	ঃ	[জাপান প্রবাসী]
আসাদ	ঃ	[গায়ক]
খলিল	ঃ	[গায়ক]
মতি	ঃ	[গায়ক]
শামীম	ঃ	[সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক]
রাশেদ	ঃ	[উচচারণ পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি]
ঔষধ বিক্রেতা	ঃ	[ফেরিওয়ালা]
লুলা ফকির	ঃ	[ভিক্ষুক]
পুলিশ অফিসার	ঃ	(১) [সংলাপ নেই]
,, কনস্টেবল	ঃ	(২) [সংলাপ নেই]
,, ,,	ঃ	(৩) [সংলাপ নেই]
পথচারী	ঃ	(১)
পথচারী	ঃ	(২)

হ্যান্ডবিল বিলিকারী ৪ জন

www.pathagar.com

[নাটক শুরু হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে সব আলো নিভে যাবে। আস্তে আস্তে স্টেজের পর্দা সরে যাবে। স্পট লাইটের আলো হাবিবের উপরে এসে পড়বে। হাবিব আপন ভংগীতে বলা শুরু করবে]

হাবিব ঃ আমিই হাবিব।

একদিন জামাল চৌধুরীর মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতাম। এখন মিষ্টার চৌধুরীই আমার বস্। বস্ আমাকে যা নির্দেশ করেন তা সাথে সাথে পালন করি। কখনো বুঝতে পারি এটা করা আমার উচিৎ নয়, তবুও করি। আবার কখনো কখনো উচিত অনুচিতের ধারই ধারিনা। এভাবেই জড়িয়ে পড়েছি অনেক অপকর্মের সাথে। নীরবে নিভৃতে স্বাধীন বিবেক আমাকে প্রশ্ন করে -

- হাবিব,

তুমি কি জামাল চৌধুরীর সেবা দাসে পরিণত হলে?

তুমি কি তার ক্রীতদাস!

এ শৃংখল মুক্তির কোন পথ কি অবশিষ্ট নেই?

বিবেকের কাছে আমি অসহায় হয়ে পড়ি। পারিনা কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে......

[হাবিবের উপরে যে স্পট লাইট ছিল তা নিভে যাবে। অপর একটি স্পট লাইট স্টেজের উল্টো দিকে কথককে ফলো করবে। কথক তার আপন স্বাভাবিক ভংগীমায় হাবিবের উপরে পতিত স্পট লাইটের আলো যা সদ্য নিভে গেল, সেদিকে নির্দেশ করে বলা শুরু করবে-]

কথক ঃ শুধু এ হাবিবের মতো শিক্ষিত বেকার যুবকেরাই নয়। গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই জামাল চৌধুরীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জামাল চৌধুরীদের কোন বিবেক নেই। ওদের নাকি বিবেক থাকতে নেই। বিবেকের সুতীব্র দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয় হাবিবেরাই। তবু এই হাবিবেরাই সমাজের সচেতন বিবেকের কাছে রেখে যায় যুগান্তকারী আবেদন। এ আবেদন প্রতিরোধের, চূড়ান্ত প্রতিবিধানের এবং দারিদ্র, সন্ত্রাস ও শোষণ মুক্ত একটি আদর্শ সমাজ গড়ার।

সুধী দর্শক মন্ডলী, এ আবেদন নিয়েই আমাদের আজকের নাটক।

www.pathagar.com

এখনও ক্রীতদাস

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

প্রথম মঞ্চায়ন	ঃ	১২ই আগষ্ট, ২০০১
স্থান	ঃ	সুমিদা লাইফ লং লার্নিং সেন্টার হিগাসী মুকুউজিমা ২-৩৮-৭ টোকিও, জাপান।
পরিবেশনা	ঃ	দিশারী শিল্পী গোষ্ঠী, জাপান
পরিচালনা	ঃ	মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

www.pathagar.com

এখনও ক্রীতদাস

[একটি গানের সুরে সুরে স্লাইডের মাধ্যমে পর্দায় পরিচিতি]
গানটি-

ফুটপাতে পড়ে থাকা জীর্ণ বস্ত্র পরা
ফুটপাতে পড়ে থাকা জীর্ণ বস্ত্র পরা (২বার)
অনাহারী অসহায় দুঃখিনী
সে যদি তোমার প্রিয় মা হতো
পারবে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে বলো
পারবে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে।

ও-ও ইয়াছমিনের মত শবমেহেরের মত
যে মেয়েটি অকারণে লাশ হয়ে যায়
লাশ হয়ে যায় (২বার)
যৌতুকের দায়ে যাতনা সয়ে সয়ে
যে মেয়েটি অবশেষে ফাঁসিতে লুটায়
ফাঁসিতে লুটায় (২বার)
সে যদি তোমার প্রিয় বোন হতো
পারতে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে বলো
পারতে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে

ও-ও যে বয়সে হেসে খেলে যাচ্ছে শিশু স্কুলে
সে বয়সে সে শিশুটি কাগজ টোকায়
কাগজ টোকায় (২বার)

www.pathagar.com

কনকনে ঠান্ডায় মাঘের হিমেল শীতে যে শিশুটি কেঁদে কেঁদে
মাটিতে লুটায় (২বার)
সে যদি তোমার প্রিয় ভাই হতো
পারবে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে বলো
পারবে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে

যে লোকটি রোগে শোকে মরছে ধুকে
ঔষধ নাই, সেবা- শুশ্রূষা নেই
সে যদি তোমার জন্মদাতা পিতা হতো
পারবে কি চেয়ে চেয়ে দেখতে বলো

ও-ও- ঐ সব রোগীদের কথা বলে হয়েছ রাষ্ট্রপতি, সমাজসেবক
সমাজসেবক (৩বার)
মোরা বড় অসহায় মোদের জন্য কি করার কিছু নাই
আজকে তোমার, আজকে তোমার
বিবেকের কাজে এ প্রশ্ন করে
ওদের জন্য কিছু করতে বলো॥

www.pathagar.com

প্রথম দৃশ্য

[করিম মিয়ার বাড়ীর উঠান। কেটলি থেকে পানি ঢেলে অজু করতে থাকবেন তিনি। এমন সময় হাবিবের প্রবেশ]

সরঞ্জামাদী ঃ কেট্লি, তাসবীহ্, জায়নামাজ, দু'টি টোল বা একটি পাটি, চশমা, দশ টাকার একটি নোট, সাইড ব্যাগ, পিয়নের ব্যাগ, কিছু ঠিকানা লিখা খাম।

[পর্দা খোলার আগে করিম মিয়া অজু করতেছে এমন অবস্থায় থাকবে। পড়নে লুঙ্গি ও হাফ হাতা আধা পুরানো গেঞ্জি। গায়ে গামছা। মাথায় টুপি। স্টেজের এক পার্শ্বে দু'টো টোল। একটি টোলের উপর জায়নামাজ ও তাসবীহ্। অপরটির উপর লম্বা একটা পাঞ্জাবী]

করিম মিয়া ঃ আচছালামু আলাইকুম। কেমন আছেন করিম কাকা? [সাইড ব্যাগ কাঁধে। পড়নে সাদা রং প্যান্ট ও সার্ট]

[করিম মিয়া অজু শেষ করে অজুর দোয়ার শেষাংশ ও কালেমা শাহাদাত পড়তে পড়তে পিছন দিকে তাকিয়ে হাবিবকে দেখবে। প্রথমে দেখে চিনতে অসুবিধে হয়েছিল এমন ভংগিতে-]

করিম মিয়া ঃ ওয়ালাইকুমুচছালাম। কে হাবিব না? বহ্ বাবা বহ্। [একটি টোল থেকে পাঞ্জাবী তুলে টোলটি এগিয়ে দিতে দিতে] তোমার কাকী আর আমিনা গেছে পাশের বাইত্তে। মাইয়্যা গো জামাত আইছে।

সব মাসেই একবার কইরা আহে। এইডা খুবই ভাল। মাইয়্যাছিলারাও ধর্মের কতা শিখবার পারে। আমিনা ঐহান থিকা ফিরা আইয়্যা আমারে কইব বাবা, বাবা, আইজকা এইডা শিখছি। আমিতো আগে থাইকাই জানি। তারপরও আমিনা যা কয়, শুনি। দেহি ভালই শিগায়। তুমি বহ বাবা। আমি নামাজডা পইড়া লই।

[বলে জায়নামাজ বিছাতে থাকবে]

www.pathagar.com

হাবিব : আমারও অজু আছে কাকা। আমিও নামাজ পড়বো।

[নামাজ পড়বে। এমন সময় স্লাইডের মাধ্যমে পর্দায় কোরআনের একটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ ভেসে উঠবে- "নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে সকল অপকর্ম থেকে বিরত রাখে।" জায়নামাজ ভাজ করতে করতে উভয়েই টোলের উপর বসতে যাবে।]

করিম মিয়া : যুবক পোলাপানে নামাজ পড়লে মনডা জুড়াইয়া যায়। আহা .... [একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়বে]

হাবিব : [অনেক কৌতুহলের ভাব নিয়ে] আচছা কাকা, আপনি অজুর দোয়া পড়লেন আবার কালেমা শাহাদাত ও পড়লেন কেন?

করিম মিয়া : তুমি এইডার ফজিলত জাননা! [অবাক হয়ে]
আর বাবা জাগোবাই কেমনে। তোমাগোরতো ইস্কুল কলেজে এইগুলি শিগায় না। আইএ, বি.এ পাশ কইরাও তোমরা এইগুলি জাননা। বাবা তুমিই কও [হাবিরের কাদে হাত দিয়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে] আমাগো পোলা মাইয়ারা সবাই জানলে ভাল অয়না।
[হাবিব মাথা নাড়বে]

তাহলে হগল পোলা মাইয়াগো ধর্ম বইডা পড়নই লাগবো- এমন কইরা দিলে ভাল অয়না? আরে আমিনা কইল এহন বলে ইস্কুলে ধর্ম বইডা সবার জন্য পড়নই লাগবো এমুন না। নিলে নেও না নিলে না নেও। তাইলে তুমিই কও বাবা এই কলির যুগে এইডা কেও পড়ব।

আমি কই কি- জজ-বেরিষ্টার, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার যাই অইক ধর্মের জ্ঞানডা থাকলেতো মন্দের কিছু নাই। কিয়ারে যে এইডারে মন্দ কয়! যাইক বড় মান্‌ষেগো চিন্তা আমাগো কইরা লাভ নাই। তুমি যা জিগাইছিলা তার উত্তর দেই-

www.pathagar.com

"অজু শেষ কইরা কালেমা শাহাদাত পড়লে জীবনের ছগিরা গোনা সব মাফ অইয়া যায়। বুঝলা বাবা?

[করিম মিয়া একটু রহীমের স্মৃতিচারণ ক'রে অনেকটা কান্না ভেজা কণ্ঠে বলবে]

আমাগো রহীম। রহীমডাও তোমার মতন আমার কাছে দাড়াইয়া নামাজ পড়তো, এইডা ওইডা জিগাইতো। পোলাডা আমার.......... [কান্নায় কণ্ঠ ভারী হয়ে আসবে করিম মিয়ার]

হাবিব ঃ রহীম ভাই জাপানে কেমন আছে কাকা?

করিম মিয়া ঃ চিডিতে তো লেখ্ছে ভালই। কিন্তু পোলাডা যেই চাপা স্বভাবের। কে জানে কত দুঃখ বুকে চাইপা রাইখা চিডিতে লেখ্ছে ভালই আছি। বিদাশ বিগাও। নিজের আতে ভাত রাইন্দা খায়। কাপড় ধয়। আবার সারাদিন কামও করে। পোলাডা কি কষ্ট করতে আছে! [ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে থাকবে করিম মিয়া]

হাবিব ঃ [সান্ত্বনার সুরে] কাঁদবেন না কাকা। বিদেশে সবাই ভালই থাকে।

করিম মিয়া ঃ তোমার কথাডাই যেন ঠিক অয় বাবা। [দু'হাত তুলে কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করবে]

আল্লাহ! তুমি আমার পোলাডারে ভাল রাইখ। বালা মুছিবত দূর কইরা দিও!

হাবিব ঃ [টোলের পাশ থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে] এখন চলি কাকা। সন্ধ্যার পরে জামাল চৌধুরীর বাসায় যেতে হবে। টিউশনি করাই। ওনার মেয়ে বৈশাখীকে পড়াই।

www.pathagar.com

করিম মিয়া : [আশ্চর্য হয়ে] হাবিব তুমি মানে জামাল চৌধুরীর বাড়িতে টিউশনি করাও!

হাবিব : জ্বী কাকা। কোন সমস্যা আছে কি?

করিম মিয়া : [প্রসংগ পাল্টানোর ভান করে] না, মানে, যাও বাবা। সাবধানে যাইও। [হাবিব একটু চিন্তাযুক্ত ভাব নিয়ে প্রস্থান করবে। প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে] হাবিবের মতো পোলারা শ্যাষ পর্যন্ত জামাল চৌধুরীর ফান্দে পড়বো না তো।

[হাবিব যেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছিল, প্রস্থান হবে তার উল্টো দিক দিয়ে। হাবিবের প্রস্থানের সাথে সাথেই হাবিব যে দিক দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেই দিকে কাশির শব্দ শুনে করিম মিয়া ওদিকে যাবে। পিয়ন কাশির পরে স্টেজে ঢুকার আগেই বলতে থাকবে মুরব্বী বাসায় আছেন নাকি? আস্তে আস্তে ঢুকে]

ডাকপিয়ন : আপনার ছেলে রহীম। জাপান থেকে চিঠি পাঠাইছে। খুব ভাল ছেলে। মা বাবারে ভুলে না। প্রতি মাসেই চিঠি লেখে।

[বলতে বলতে পিয়ন করিম মিয়ার হাতে চিঠিটা দিয়ে বখশিশের জন্য অপেক্ষা করবে]

[চিঠি হাতে নিয়ে চশমা আনার জন্য ভিতরে যাবে করিম মিয়া। পিয়ন দাঁড়িয়েই থাকবে। মনে করবে তার জন্য বখশিশের টাকা আনতে গেছে। চশমা নিয়ে এসে পড়া শুরু করতে যাবে এমন সময় পিয়ন বলবে]

ডাকপিয়ন : আমার বখশিশের টাকা ....।

[করিম মিয়া চশমার সাইড দিয়ে বাকা চাহনী দিয়ে পুনরায় ঘরে গিয়ে ১০ টাকার একটা নোট এনে পিয়নের হাতে দিবে। টাকাটা হাতে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে পিয়ন বলবে]

www.pathagar.com

ডাকপিয়ন ঃ মুরব্বী একটা কথা বলতে চেয়ে ছিলাম। বে আদবী মাফ করবেন।

করিম মিয়া ঃ বলেন, কি কতা?

ডাক পিয়ন ঃ আমাদের পোষ্ট অফিসে নতুন মাষ্টার আইছে। তিনি গতকাল ডাকাইয়া কইলেন, এ এলাকায় বিদেশ থেকে চিঠি পত্র কেমন আসে। তোমরা চিঠি ডেলিভারীর সময় বখশিশ টকশিশ নাও কিনা। বললাম- জ্বি স্যার। দশ টাকা করে নেই। তখন তিনি বললেন, সবাইকে বলবে বিশ টাকা করে দিতে পারবে কিনা। যদি রাজী হয়; তাহলে সব চিঠিই আমরা আসার সাথে সাথে দ্রুত পৌঁছে দেব। এতে তাদেরও ভাল তাড়াতাড়ি চিঠি পেয়ে গেল। আমরাও কিছু অতিরিক্ত পয়সা পেলাম। কি বলেন মুরব্বী? চিঠিটা তাড়াতাড়ি পাইলে ভাল হয়না?

করিম মিয়া ঃ ভালতো হয়। কিন্তু ট্যাকাতো বিশটা।

[শেষ কথাটা বলে ঐ ভংগীতেই প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে। পিয়নের প্রস্থানের পরে স্বগোক্তি করবে-]

আহ্! হায়রে আমাদের সমাজ!

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সরঞ্জামাদী ঃ সিগারেট, এস্ট্রে, পিস্তল, মোবাইল ফোন, কোকাকোলা ২টি, ছোট টেবিল, সোফা বা ৪টি চেয়ার, একশ' টাকার বান্ডেল ১টি] জামাল চৌধুরীর ড্রইং রুম। সোফার সামনে দিয়ে পায়চারী করবেন তিনি। সিগারেট খেতে থাকবেন। টিটু, পিন্টু, মন্টুর প্রবেশ। জামাল চৌধুরীর পোশাকে আভিজাত্যের ছাপ থাকবে। আর টিটু, পিন্টু ও মন্টুর পোশাক এমন থাকবে যাতে অনায়াসেই শ্রোতাগণ বুঝতে পারেন এরা মাস্তান। টিটু, পিন্টু ও মন্টুর পায়ের শব্দ শুনে ওদের দিকে তাকিয়ে]

জামাল চৌধুরী ঃ ও তোমরা। গতরাতে অপারেশনে তোমাদের সমস্যা হয়েছে শুনলাম। এস, ভি, সাগরের মতো অনেক জাহাজই পদ্মায় নোংগর করে। ওসব জাহাজ থেকে পাঁচ'শ গ্যালন তেল সরিয়ে নেয়া কোন ব্যাপারই নয়। সারেংকে দু'চারশ টাকা ধরিয়ে দিলে অনায়াসেই কাজটি হয়ে যায়। এমন সহজ অপারেশনেও যদি তোমরা ব্যর্থ হও। তাহলেতো ব্যবসা লাটে উঠে যাবে।

টিটো ঃ [ব্যর্থ অথচ ক্ষোভ জড়িত কণ্ঠে] বস, সমস্যাটা জাহাজে হয়নি। তেল নামিয়ে আমরা যখন নদীর পাড়ে আসি, ঠিক তখনটায় হয়েছে। শিমুলিয়ার ৭/৮ জন ছেলে নৌকা পাড়ে থাম্‌তেই আমাদের ঘিরে ফেললো। বলল- তোরা জামাল চৌধুরীর চামচা না? নাম্‌ নৌকা থেকে। ওরা লাফিয়ে উঠে আমাদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয়।

জামাল চৌধুরী ঃ স্টপ ইউর নন্‌সেন্স টক্‌। তোমাদের পিস্তল কোথায় ছিল? [রাগে ফেটে পড়ে ধমক দেবে। ধমকের শব্দে পিন্টু ও মন্টু ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠবে।]

www.pathagar.com

টিটো : পিস্তলতো বস্ থানার ওসি সাহেব রেখে দিয়েছিলেন। বললেন- আজকে তোমাদের অবৈধ পিস্তল সাথে রাখা ঠিক হবে না। নদীর পাড়ে ঝামেলা হতে পারে।

জামাল চৌধুরী : ঝামেলার জন্যইতো পিস্তল। ওসি তাতে বারন করতে যাবেন কেন? ফোনটা লাগাও ওসি কে।

[টেলিফোনে রিং হতে থাকবে। টিটো জামাল চৌধুরীকে মোবাইলটা হস্তান্তর করবে]

ইয়েস, জামাল চৌধুরী স্পিকিং। এখনই একটু বাসায় আসবেন কি?

[রিসিভার রেখে টিটোকে লক্ষ্য করে বলবে]

নদীর পাড়ে কি ও,সি সাহেব এসেছিলেন?

টিটো : ওসি সাহেব আসেননি। দু'জন পুলিশ কনস্টাবলকে পাঠিয়েছিলন। তাদের ঈশারায়ইতো আমরা নৌকা ফেলে চলে আসি।

[কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পিন্টু ও মন্টু একসাথে বলে উঠবে]

পিন্টু ও মন্টু : বস্ তা নাহলে কি আর নৌকা ফেলে আসি।

[বাহিরে হুন্ডার শব্দ হবে]

জামাল চৌধুরী : তোমরা যাও এখন। ও,সি সাহেব আস্‌ছেন।

[তিনজনই চলে যাবে] [ওসি বিমল মিত্রের প্রবেশ]

আসুন, আসুন মিঃ মিত্র। কি নেবেন বলুন, গরম না ঠান্ডা।

www.pathagar.com

ও,সি : বাইরে যা গরম। ঠান্ডাই ভাল হবে, কি বলুন?

[জামাল চৌধুরী উঠে গিয়ে দুটো কোকাকোলা এনে টেবিলের উপর রাখবেন। একটি ক্যান ওসির হাতে তুলে দিতে দিতে বলবেন]

জামাল চৌধুরী : প্লিজ। বাসায় আমি একা। মেরিড ব্যাচেলর বলতে পারেন। স্ত্রী, মেয়ে এখানে থাকতে ততটা পছন্দ করেনা। এখানে নাকি ওদের দম বন্ধ হয়ে আসে। মেয়েটা থানা প্রোপারেই পড়াশুনা করেছে। এখন মায়ের সাথে ঢাকাতেই থাকতে চায়।

ওসি : তাতে সমস্যা কী! পৃথিবীটা ছোট হয়ে আস্‌ছে। সব কিছু এখন হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়। এখানে থাকা আর ওখানে থাকাতো একই কথা।

জামাল চৌধুরী : তা' বটে। কিন্তু আপনার মতো এমন করে কেউ ভাবেনা। ভাব্‌লে সবাই একসাথে থাকতো। ভাবাটা কি উচিত নয়? কি বলেন ও,সি সাহেব?

[উভয়েই হাস্‌তে থাক্‌বে। জামাল চৌধুরী সিগারেটের প্যাকেটটি উঠিয়ে ধরবেন। ও,সি একটি সিগারেট নেবেন। ভদ্রতার খাতিরে জামাল চৌধুরীর সিগারেটটি নিজের লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিবে। সিগারেটে একটা টান দিয়ে ওসিকে লক্ষ্য করে বলবে-]

আচছা, গতরাতে পদ্মাপাড়ের যে ঘটনাটি ঘটেছে, আমার ধারণা ব্যাপারটি আপনি আগে থেকেই জান্‌তেন।

ওসি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, জান্‌তাম বলেইতো এমন সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারলাম। গতকাল ৭/৮ জন ছেলে থানায় এসে আপনার বিরুদ্ধে কম্‌প্লিন করলো- আপনি নাকি চোরাচালানীর সাথে জড়িত। প্রতিদিন জাহাজ থেকে শত শত গ্যালন তৈল অবৈধভাবে বিক্রয় করে কালোটাকার পাহাড় গড়ছেন।

www.pathagar.com

আমাকে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল- একজন ও,সি হিসেবে এটা আপনার নলেজে থাকার কথা। আমাদের কথা যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে আজ রাতে আপনি নদীর পাড়ে আসুন। আপনাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেবো। এলাকায় চোরাচালানী রোধ করতে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন।

জামাল চৌধুরী : [একটু হেসে] আপনি তখন কি বললেন।

ওসি : যুবকেরা যখন থানা পর্যন্ত জোট বেঁধে যায়। তখন আমরা বুঝতে পারি এরা সৎ ও সমাজ সেবী । এদের গতি অপ্রতিরোধ্য। তাই তাদেরকে গুরুত্ব দিতেই হয়। ভেবে দেখলাম- রাতের বেলা আপনার লোকদের সাথে ওদের একটা সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। তাতে আপনারই ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে। আমারও একটা উপরি আয় বন্ধ হয়ে যাবে।

[একটু তৃপ্তির হাসি দিয়ে] তাই পিস্তলটা রেখে দিয়ে ছিলাম। এই নিন আপনার পিস্তল [পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে ফেরৎ দিতে দিতে বলবে]

আর দু'জন কন্সটাবলও পাঠিয়েছিলাম। যাতে হাঙ্গামা না হয়। এখন তেলের নৌকা থানার ঘাটেই আছে। উহা বিক্রীর ব্যবস্থা করবেন।

জামাল চৌধুরী : [তৃপ্তির হাসি হেসে] ব্লাকের তৈল থানার ঘাট থেকে বিক্রী। এতে লাভ কি হলো?

ওসি : হলো, হলো, চৌধুরী সাহেব, লাভ অনেক হলো। প্রথমতঃ এলাকার যুবক ছেলেরা খুশী হলো। ওরা জানলো থানার সহযোগিতা চাইলে সাথে সাথে সাড়া পাওয়া যায়। কালো তৈল আটক করে ও,সি সাহেব অবৈধ ব্যবসা নির্মূলের বাস্তব পদক্ষেপ নিলেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : আপনার ব্যবসায়েরও কোন ক্ষতি হলো না। পরবর্তীতে কোন কিছু ওদের চোখে ধরা পড়লেও ডাইরেক্ট এক্‌শনে না গিয়ে আস্থার কারণে থানায় চলে আসবে। আর থানায় আসার মানেইতো আপনার মাল নিরাপদ। কি বলেন চৌধুরী ঠিক না? [চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টা করলেন] তৈল এবং ছালা দুই রক্ষা হলো।

জামাল চৌধুরী : [হেসে হেসে] থ্যাংক বস্ মিঃ মিত্র। সত্যিই আপনি বুদ্ধিমান। [একশ' টাকার নোটের একটি বান্ডেল হাতে ধরিয়ে দিয়ে] এটা রাখুন। আর এবারকার ঐ নৌকার তৈল বিক্রীর টাকাও আপনার। আপনার বুদ্ধিমত্তার বোনাস। তবে একটা অনুরোধ রাখতে হবে মিঃ মিত্র।

ওসি : অফকোর্স, বলুন বলুন [টাকার বান্ডিল পকেটে রাখতে রাখতে বলবে] আই মাষ্ট ট্রাই টু হেল্‌প ইউ।

জামাল চৌধুরী : যেহেতু এ সপ্তাহে এলাকার যুবকেরা ঘটনাটা নিয়ে একটু বেশী নাড়া চাড়া করবে। তাই সপ্তাহ খানেক আমার তেলের নৌকার কাছে দু'জন পুলিশ পাহাড়া থাক্‌লে কেমন হয়? যাতে এলাকার যুবকেরা ঘাটে গেলে বুঝতে পারে যে পুলিশ টহল দিচেছ।

ওসি : ওকে, তাই হবে। তবে দুজন পুলিশ পাঠালে ওদের পিছনেও কিছু খরচা আছে। তাই এ সপ্তাহে একটি মোটা অংক্ ধরিয়ে দেবেন, কেমন? আমরাতো আছিই আপনাদের সেবা করার জন্যে, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এবার উঠি তাহলে?
[হ্যান্ডসেক করে ও,সি চলে যাবে। বাইরে হুন্ডার শব্দ হবে]

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

[সরঞ্জামাদি ঃ জায়নামাজ, তাসবীহ, দুটি টোল বা চেয়ার, সাইড ব্যাগ, ১ গ্লাস পানি, প্রেসার মাপার যন্ত্র, স্টেথেস্কোপ, প্রেসকিপশন লেখার প্যাড, ইনজেক্‌শন, কলম]

[করিম মিয়ার বাড়ি। করিম মিয়া তাস্‌বীহ হাতে দাওয়ায় প্রবেশ করবে। সাইড ব্যাগ কাঁধে হাবিবের প্রবেশ। চেহারা ফ্যাকাসে থাকবে]

আস্‌সালামু আলাইকুম।

হাবিব ঃ কেমন আছেন কাকা।

করিম মিয়া ঃ ভাল। আল হামদু লিল্লাহ। তুমি কেমন আছ বাবা হাবীব। ঢাকা থেকে আইলা, বুঝি।
[বলে ভেতর থেকে এক গ্লাস সাদা পানি এনে হাবিবের হাতে দিয়ে বলবে-]
বাবা, ফ্রিজের ঠান্ডা পানি। খাও বাবা, ভাল লাগবে।
[বড় একটা ক্লান্তির নিঃস্বাস ছেড়ে পানির গ্লাসটি ধরতে ধরতে বলবে-]

হাবিব ঃ ঢাকা শহরে কাজকর্ম পাওয়া খুব কঠিন কাকা। কতো জায়গায় যে ইন্টারভিও দিলাম। কিন্তু, কোথাও কোন কাজ হলো না। জানেন কাকা, মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। মনে হয় শহরে এতো দালান কোঠা অথচ আমার জন্য মাথা গুজার একটু ঠাঁই নেই।

[খুব মনোযোগ দিয়ে হাবিবের কথাগুলো শুনছিল করিম মিয়া]

করিম মিয়া ঃ এই জন্যইতো পোলাডা আমার এম,এ পাশ কইরাও কাম কাইজ না পাইয়া জাপান চইলা গেল। হায়রে সোনার বাংলাদেশ!

www.pathagar.com

হাবিব : এখন কি করতে পারি বলুনতো কাকা। একটা কাজ না পেলেতো আর চলা যাচ্ছে না। আপনারতো জমাজমি ছিল। উহা বিক্রী করে রহীম ভাইয়ের বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু, আমারতো বাবার জমাজমি দূরে থাক, বাবাই নেই ...... [বিষন্নভাব]

পাগল : "খাজনা পাতি সবই দিলাম। তবুও জমিন আমার হয় যে নিলাম।.......... (গানটি)

[এ গানটি গাইতে গাইতে পাগলের প্রবেশ। প্রথমে হাবিবও পরে করিম মিয়ার কাঁধে ধরে ঝাকুনি দিয়ে আপন ভংগীতে পাগলের সংলাপ-]

দে-দে- তোরা আমার সব লইয়া যা"। খালি আমার পোলাডারে ফিরৎ দে!

[করিম মিয়া দরদের সাথে পাগলটার দিকে এক নিমিষে তাকিয়ে থাকবে। পাগল কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান হবে]

করিম মিয়া : বাবা হাবিব, আহা! না জানি কি দুঃখের জ্বালা সইতে না পাইরা, বেচারা পাগল হইয়া গেছে। কতো ভাল মানুষ এইভাবে পাগল হইয়া যায়!

হাবিব : হ কাকা, তবুও পাগলের একটা জাত আছে। আমাদেরতো তাও নেই। মনে হয় একটা জিন্দালাশ।

[বলে আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে]

করিম মিয়া : কি বাবা চইলা যাইতেছ?

হাবিব : মনটা ভাল লাগে না। দেখি একটা কাজের খোঁজে যাওয়ার কথা।

করিম মিয়া : কাজের খোঁজে কই যাইবা বাবা?

www.pathagar.com

হাবিব ঃ জামাল চৌধুরীর প্রাইভেট অফিসে। তার মেয়ে বৈশাখীকে প্রাইভেট পড়াতাম না; সেদিন সে বললো স্যার, আপনি যেহেতু চাকুরী খোঁজে কোথাও পাচেছন না। আমি ড্যাডিকে বললে, আপনার জন্য একটি চাকুরী, ড্যাডি অবশ্যই ব্যবস্থা করে দেবেন।

করিম মিয়া ঃ ওহ্! আবার সেই জামাল চৌধুরী!
[অস্থিরতা বোধ করবে। প্রেসার ডাউন হবে। বুক ধরে আস্তে করে চেয়ারে বসে পড়বে। হাবিব কাছে যাবে। করিম মিয়ার কপালে হাত দিবে, তারপর নিজে নিজেই স্বগোক্তি করবে-]

হাবিব ঃ সেকি! অবস্থাতা খুব ভাল মনে হচেছ না। এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার। আমিনা, কাকী মা, কেউতো বাসায় নেই। ও আচছা, আসার পথে সাইনবোর্ড দেখেছিলাম ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে। দেখি তাকে ডেকে আনা যায় কিনা। কাকা, আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে এখানটায় শুয়ে পড়ুন। আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।

[হাবিব দ্রুত বের হয়ে যাবে।]

করিম মিয়া ঃ [শুয়ে শুয়ে] আমিনার মা,........ আমিনা ....পানি-
[ডাক্তার ও হাবিব প্রবেশ করবে। ডাক্তার করিম মিয়ার শিরা, প্রেসার, জ্বর চেক করবে। একটি ইন্‌জেক্‌শন দিবে। লিখতে লিখতে চেয়ারে বসেই হাবিবেরর দিকে তাকিয়ে -------]

ডাক্তার ঃ এখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই। তা তোমাকেতো আগে কখনো দেখিনি এ বাড়িতে। আমিনা, আমিনার মা ওরা সবাই কোথায় গেছে। রহীমতো থাকে জাপানে। তা তুমি ওদের আত্মীয় হও বুঝি?

www.pathagar.com

হাবিব : জ্বিনা। রহীম ও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই হলে থাকতাম। রহীমভাই আমার এক বছরের সিনিয়ার। তার সাথেই একদিন এ বাড়িতে বেড়াতে আসি। রহীম মিয়াকে কাকা বলে ডাকি। আর মাঝে মাঝে আসি।

ডাক্তার : তুমি থাক কোথায়?

হাবিব : পারমানেন্ট কোন থাকার জায়গা নেই। চাকুরীর জন্য এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজও এদিকে একটা ইন্টারভিওর জন্য এসেছিলাম। [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] ও সময়তো হয়ে আসলো। কিন্তু করিম কাকাকে এ অবস্থায় রেখে যাওয়াটাই কি ঠিক হবে?

ডাক্তার : খুব শীঘ্রই করিম মিয়া সুস্থ হয়ে উঠবেন। তুমি আপতত কিছুক্ষণ এখানেই থাক। আমি কাল আবার এসে খোঁজ নেব। শারীরিক দুর্বলতা ও নানা দুশ্চিন্তার কারণেই এমনটি হয়।
[ডাক্তার চলে যাবে। হাবিব করিম মিয়ার মাথার কাছে বসে কপালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টিপ্‌বে]

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

সরঞ্জাম ঃ [চারটি চেয়ার , ছোট একটি টেবিল, সাইড ব্যাগ ।]

[জামাল চৌধুরীর বাড়ি। চেয়ারে বসে, টেবিলে রক্ষিত এস্ট্রের মধ্যে সিগারেটের ছাই ফেলতে থাকবে। একটু ভীতভাবে হাবিবের প্রবেশ]

হাবিব ঃ সরি স্যার, বিলম্ব হয়ে গেল।

জামাল চৌধুরী ঃ [আপাদমস্তক হাবিবের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলবে] বস।

[হাবিব চুপ করে সামনের চেয়ারে বসবে]

তোমাদের গ্রামের বাড়িটানা কোথায়?

হাবিব ঃ [ব্যাথা ও অভিমান জড়িয়ে] শুনেছি, কলাকোপায়। কিন্তু কখনো যায়নি সেখানে। যেতে ইচেছও হয়নি। মা-বাবা কেউ নেই কিনা। কখনো এতিম খানা, কখনো লজিং আবার কখনো হোস্টেলে থেকে বড় হয়েছি।

জামাল চৌধুরী ঃ তাই নাকি? মা-বাবা মানুষের চিরদিন বেঁচে থাকেনা। তাছাড়া ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেলে মা বাবা সংসারে ঝামেলা হয়ে উঠে। ছেলে মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। বাঙালী মা-বাবা ছেলে-মেয়েদের শুধু আঁচলে বেঁধে রাখতে চায়। এটা মানুষের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এ বিষয়ে তোমার অপিনিয়ন কি ইয়াংম্যান?

হাবিব ঃ তবুও, মা-বাবাতো মা-বাবাই। মাথার উপর একটা বিরাট ছায়া।

www.pathagar.com

জামাল চৌধুরী ঃ (একটু হালকা হাসি দিয়ে) আসলে যার যেটা নেই, তাই তার কাছে বিরাট কিছু। এটাই মানুষের স্বভাব॥ দেখনা- আমার বাবা-মা সবই আছে। কিন্তু তাদের কথা কখনোই মনে হয় না। যাইহোক, সপ্তাহ খানেক আগে তোমার ছাত্রী বৈশাখী বললো- তুমি নাকি খুব ভাল মানুষ। আমি যেন তোমাকে একটা চাকুরী পাইয়ে দেই। অবশ্য এ মুহূর্তে তোমার মত নিরঝঞ্ঝাট একজন লোক আমার দরকার। আমার পরিকল্পনাগুলোকে যে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করবে। অবশ্য তোমার সাথে প্রথম আলাপেই বুঝলাম। তোমার কোন ঝামেলা নেই। তোমার সদিচছা থাকলেই চাকুরীটা হতে পারে।

হাবিব ঃ [কিছুটা আস্বস্ত হয়ে] জি স্যার, চাকুরীটা আমার খুবই দরকার। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, অফিস পাড়া মতিঝিল, আরো কত জায়গায় ঘুরেছি। কোথাও চাকুরী মিলেনি। আপনি যদি একটু দয়া করেন ....

জামাল চৌধুরী ঃ এটা কোন দয়ার ব্যাপার নয়। আমার লোক প্রয়োজন আর তোমার যোগ্যতা আছে। এটা উভয়েরই জন্য। তবে চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু শর্ত থাকবে। ভাব্ছি তুমি তা পালন করতে পারবে কি না। আই হোপ্ ইউ উইল সাক্সেস্।

হাবিব ঃ বলুন স্যার। আই মাষ্ট অবে ইউর কমান্ড।

জামাল চৌধুরী ঃ থ্যাংক ইউ বয়। [উঠে পিঠে থাপড় দিয়ে] সাহস থাকলে যুবকেরা সবই পারে। [টিটো, পিন্টু ও মন্টুর প্রবেশ] ও তোমরা এসে গেছো। এ হচেছ হাবিব [টিটো, পিন্টু, মন্টু সকলেই ভাব বিনিময় করবে মাস্তান মাস্তান ভংগীতে। অর্থাৎ কেউ হ্যান্ডসেক করে, কেউ কাধেঁ একটি থাপড় দিয়ে]

www.pathagar.com

আর শোন, কেয়ারটেকারকে বলবে ১০৭ নম্বর ফ্লাটটি খুলে দিতে। কাল থেকে ওখানেই থাকবে।

টিটো ঃ ইয়েস বস্।

পিন্টু ঃ আরে ও মন্টু, নতুন মালের আমদানী হইছে।

হাবিব ঃ থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ। আজ তাহলে উঠি স্যার।

জামাল চৌধুরী ঃ ওয়েলকাম। [হাবিবের প্রস্থান]

[টিটু মন্টুকে দরজা বন্ধ করার ঈশারা দিবে। তিন জনেই চৌধুরীর সামনে বসবে]

টিটু ঃ স্যার, স্টীমার থেকে তৈল সরিয়ে নেয়া এবং নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল সাপ্লাই ও,সি সাহেবের পলিসি অনুসারে সুন্দরভাবেই চল্ছে। ও,সি বিমল মিত্রের তুলনা হয়না বস্।

জামাল চৌধুরী ঃ হাবিবকে ট্রেন্ড আপ করো, আরো সহজ হয়ে যাবে সব কিছু।

টিটু ঃ কিন্তু বস্ সমস্যা হচেছ ডাঃ সাজ্জাদ হোসেনকে নিয়ে। নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে। সে খুব স্লোভাবে জনগণের সাথে মিশ্তে শুরু করেছে। এমনিতেই পেশা হলো ডাক্তারী। খুব সহজেই মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে।

পিন্টু ঃ একেবারে দিল জয় করে নেয়, বস।

মন্টু ঃ সালার হাতেও জস্ আছে। একটু ঔষধ দিলেই ফিট্। তাই সবাই অসুখ হলেই খোঁজে ডাঃ সাজ্জাদ হোসেনকে।

[জামাল চৌধুরী ডাঃ সাজ্জাদের প্রশংসা বরদাশ্ত করতে পারছিল না। তাই চেচিয়ে উঠে ধমক দিয়ে-]

www.pathagar.com

জামাল চৌধুরী : স্যাটাপ

[টিটু, পিন্টু, মন্টু বুঝতে পারে তাদের বসের অবস্থা। তাই এরাও তাল মিলিয়ে বলতে শুরু করবে]

টিটু : ও হলো ভন্ড ডাক্তার।

পিন্টু : ওটা একটা বজ্জাতের বাচচা। ছোট লোক স্যার।

মন্টু : সালা ডাক্তার হলো পাক্কা রাজাকার। থুহ্।

[মুখ থেকে থু থু মাটিতে ফেলে আক্রোশে পা দিয়ে যাতা দিবে]

জামাল চৌধুরী : শোন, তোমরা ডাঃ সাজ্জাদের যাবতীয় কর্ম তৎপরতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ওকে একটু সাইজ করতে হবে। শুনেছি, মীর্গ নাভী হলে হরিণ নাকি খুব দৌড়ায়। ডাঃ সাজ্জাদ! তুমি জাননা এই জামাল চৌধুরী কতো ভয়ংকর।

টিটো : বস, উচচারণ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ সাজ্জাদকে আরো লাই দিচেছ। আগামী মাসে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার নামে লোকজন জড়ো করে সেখানে প্রধান অথিতি করবে ঐ ডাঃ সাজ্জাদকে।

মন্টু : হ বস! তাই করতে আছে। কেন্ জামাল চৌধুরী কি মইরা গেছে।

পিন্টু : একটা বোমা মাইরা সব উড়াইয়া দিতে হইবে বস।

জামাল চৌধুরী : দে উড়াইয়া দে!

[সবার মুষ্টিবদ্ধ অবস্থা। জামাল চৌধুরী একটু ফাঁকে। আর টিটো, পিন্টু ও মন্টু একই স্থানে। স্পট লাইট ওদের ওপর পড়বে। স্টেজ অন্ধকার হবে।
১মিঃ পরে স্পট লাইট নিভে যাবে।

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

[ডায়মন্ডের থাকার রুম। টোকিওর একটি পুরানো এপার্ট। হাকিম ও মার্ক ডায়মন্ডের রুমমেট। রনি ও শহীদ বেড়াতে এসেছে। মার্ক, ডায়মন্ড, শহীদ ও রনি তাস খেলতে থাকবে। পাশে একটা টেপ রেকর্ডারে গান বাজতে থাকবে।]

ও সখিনা গেছস কিনা ভুইলা আমারে-
আমি অহন রিকসা চালাই ঢাহার শহরে (২)
সেবার ধানে সোনা ফলায় মাঠ হইল সার খার
দেশ গেরামে শেষে নামে আকাল হাহাকার (২)
আমরা মরি কি আসে যায় মহাজনে পাওনাটা চায় (২)
বেবাক ফসল তুইলা দিলাম আমরা তাগোর খামারে।
ও সখিনা গেছস কিনা ভুইলা আমারে।

চলার পাছে কলা গাছের ছায়া সারি সারি (২)
তার তলাতেই চইলা আইলাম আমি অনাহারী (২)
হাজার ঠেকায় গরীব ঠকায় তাকায় রাঙ্গা চোখে
মিডা কথা কয়না যে কেউ আমরা ছোঠ লোকে
লক্ষ মশার উৎপাতে রাত কাটে না ফুটপাতে (২)
লয় মনে আজ বদলা লমু উইরা যামু তোর যারে
ও সখিনা গেছস কিনা ভুইলা আমারে।

[**সরঞ্জাম :** তাস, কোকা কোলা ৪টি, খতাছু ১টি, সাইড ব্যাগ, টেপ্‌রেকর্ডার বেতনের প্যাকেট, মানিবেগ, ছুরি ৩টি, পটেটো চিপস্, চাকুসহ চাবির ছড়া ১টি। মাস্তানদের ক্ষেত্রে দু'একটি অতিরিক্ত কিছু যোগ হতে পারে- যেমন-চেইন, হাতে বাধা রুমাল, বেছলেট, ঘড়ি, চেইন ইত্যাদি]

[তাসখেলা খুব জমে উঠেছে। এমন সময় পর্দা খুলবে]

মার্ক : আবে ঐ ডায়মন্ড। খাওয়ার পরে পানি টানি চলবে না। খালি মুখে তাস খেলা জমে না বে।

www.pathagar.com

ডায়মন্ড : বলবিতো। খেলার তালে ভুলে গেছি। এসব ফ্রিজে সব সময় স্টকেই থাকে।

[বলে উঠে যাবার উপক্রম। এমন সময় হাকিম দরজা থেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সালাম দেবে। ডায়মন্ড বসে পড়বে- বলবে-] এইতো হুজুরে কাজ থেকে চলে আসছে। হুজুর , ফ্রিজ থেকে কিছু পানি টানি নিয়ে আসেনতো।

হাকিম : [রুমে ঢুকে রনি ও শহীদের সাথে হ্যান্ডসেক করে কুশল বিনিময় করবে। তারপর ব্যাগটি রুমের একপার্শ্বে রেখে পাশের রুমে গিয়ে ফ্রিজ থেকে চারটি কোকা কোলা এনে দেবে। ডায়মন্ড আগে খুলবে, সাথে সাথে সবাই খুলবে, কম্পাই বলে খাওয়া শুরু করবে। হাকিম দাঁড়িয়ে ডায়মন্ডকে লক্ষ্য করে বলবে-] মেহমানদের জন্য সকালের নাস্তাতো নেই। আমি সেভেন এলেভেনে গিয়ে নিয়ে আসি।
[বলে আবার বের হয়ে যাবে]

রনি : বেচারা মাত্র কাজ থেকে আস্ছে। তোর এতগুলো অর্ডার দেয়া ঠিক হয়নি ডায়মন্ড।

ডায়মন্ড : দায়যবু। হুজুরে টাইট আছে।

মার্ক : [একটা তুরুক মেরে বলবে- অক্ষণ জম্‌বে খেলা। আরে ক্যাসেটটা চেঞ্জ করে দেনা। শহীদ উঠে গিয়ে টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটটি বদলিয়ে দেবে, যে কোন একটি পপ সংগীতের ক্যাসেট বাজবে]

[দলবল নিয়ে মনুর প্রবেশ। মনু মার্কের পার্শ্বে এবং সাথীরা অন্য তিনজনকে ঘিরে দাঁড়াবে। মনু ঘরের দরজার তালা খুলা যায় এ ধরনের একটা কিছু হাতে নাড়া চাড়া ও ঘুরাতে ঘুরাতে বলবে]

www.pathagar.com

মনু : এ যন্ত্রটির আর ব্যবহার করতে হলো না। মনু আসবে বলে আগেই দরজা খুলে রেখেছিস তাইনা? আরিগাতউ।

[ডায়মন্ড ওদের মতলব বুঝে ঝাড়ু দিয়ে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় মনুর ১ম সংগী হাত শক্ত করে ধরে একটা মুচর দিতে দিতে বলবে]

১ম সংগী : ওস্তাদকে সালাম দিতে হয় এই ভাবে [হাতটি মনুর দিকে সালামের ভঙ্গিতে ঘুরায় দিতে দিতে বলবে] বেয়াদপ,মনুকে চিনিস না?

[একটু ধস্তাধস্তি হবে এমন সময় রনি ও শহীদ ও উঠতে চাবে। মনুর দ্বিতীয় সংগী দু'জনকেই কাঁধে যাতা দিয়ে বসিয়ে দিতে দিতে ডায়মন্ডকে উদ্দেশ্য করে বলবে-]

দ্বিতীয় সংগী : আবে ঐ জাপানে কয় বছর। [১ম সংগীর দিকে তাকিয়ে বলবে] দে সালার হাতটা ভাইঙ্গা।
[এতক্ষণে মনুর ৩য় সংগী রান্নাঘর থেকে তিনটি চাকু এনে তিনজনের হাতে দিবে। ওরা সবাই পেটের কাছে চাকুটা ধরবে। ফলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে]

মনু : তোদের কার কাছে কি আছে, তাড়াতাড়ি দে!

[পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাবে। মাস্তানরাও ওদিকে দিকে চোখ গরম করে তাকাবে। ফলে ডায়মন্ড প্রথমে পকেট থেকে মানি ব্যাগটা বের করে দেবে।] [ডায়মন্ডকে একটা লাথি দিয়ে-]

সালা গতকাল বেতন পেয়েছিস না? বান্ডিল বের কর। [ডায়মন্ড একটা কিছু বলতে যাবে, মনু চোখ গরম করে তাকালে থেমে গিয়ে অন্য পকেট থেকে বেতনের বান্ডিলটি বের করে দেবে]

[বান্ডিলটা হাতে নিয়ে মনু আবার বলবে-] ভারীতো, কম্‌না!

www.pathagar.com

১ম সংগী : বস্, ওরা এখানে প্রচুর মাল কামায়।

মনু মার্কের মাথায় একটা নাড়া দিয়ে চোখ গরম করে তাকালে বেতনের প্যাকেটটা মনুর হাতে তুলে দিবে।

রনি ও শহীদ : [এখন ওদের পালা বুঝতে পেরে] আমরা এ বাসায় বেড়াতে এসেছি।

২য় সঙ্গী : জাপানে বেড়াতে যাক আর যেখানেই যাক টাকার বান্ডেল সাথেই থাকে। ভান ছাড় বেটা।

৩য় সংগী : এ দেশেতো আর পকেটমার নেই যে মানিব্যাগ, বান্ডিল, মূল্যবান জিনিষ বাসায় রেখে আসবে। বোকা বুঝাও না? তাড়াতাড়ি বের কর।

[বলে চাকুটা পেটের কাছে নিয়ে যাবে। ভয়ে ওরা টাকার বান্ডিল মনুর হাতে তুলে দেবে]

২য় সংগী : বেসলেট, চেইন আর ঘড়িগুলো লয়ে যাই বস।

[বলে ওগুলো খুলতে থাকবে]

৩য় সংগী : [রনির থুতনা ধরে নাড়াতে নাড়াতে] ছুটি টুটি করিস না। ঠিকমত মাল কামাস। আবার দু' এক মাস পরে ....

মনু : [তিন সংগীকে ইশারা দিয়ে] চল।

[মনুরা ওদেরকে মাথা ধরে হালকা ধাক্কা দিয়ে বের হয়ে যাবে। ডায়মন্ড ওদের প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে রাগে দাঁত কট্মট্ করে বলবে -]

ডায়মন্ড : সালা !

[স্পট লাইট ডায়মন্ডের উপর পড়বে। এক মিনিট ডায়মন্ড এভাবে ফ্রিজ হয়ে থাকবে। আলো নিভে যাবে]

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

ষষ্ঠ দৃশ্য

সরঞ্জাম : [ফোল্ডিং চেয়ার ৩টি, টেবিল ১টি, টেপ রেকর্ডার ১টি ম্যাগাজিন দু' একটি, এপ্রোন ১টি, তোয়ালে ১টি, মোবাইল, পকারী সুয়েট ৩টি]

[রহীমের বাসা। জাপানের সিন্‌জুকুর একটি ম্যানসন। সাঈদ বেড়াতে এসেছে। হাকিমেরও আসার কথা। সাঈদ রুমে টেবিলের উপর থেকে একটি ম্যাগাজিন টেনে পড়তে থাকবে। পর্দা খুলবে। রহীম পাশের রুমে রান্না করতে থাকবে। আবহ সংগীতে রান্নার শব্দ শোনা যাবে।

সাঈদ : [রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে] রহীম ভাই, আপনি রান্নায় যে ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে মনে হয় বেড়াতে এসে শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আমি আপনাকে কিছুটা হেল্‌প করি।

রহীম : [এপ্রোন পড়া অবস্থায়ই একটু ঢুকে] আপনি বসুন। প্রতিদিনের কাজইতো কোন অসুবিধে নেই। আপনি হেল্‌প করতে চাইলে বরং দেরী হবে। আপনি একটা ম্যাগাজিন পড়তে থাকুন। আমি তাড়াতাড়ি রান্না সেরে আসি। সবাই মিলে গল্প করা যাবে।

[রহীম সম্পর্কে যেহেতু তার জানা আছে। তাই বেশী পীড়াপীড়ি না করে আবার আগের জায়গায় বসে ম্যাগাজিন পড়তে থাকবে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠবে। রহীম একটু এগিয়ে এসে বলবে-]

সাঈদ ভাই, ফোনটি ধরুন। সম্ভবতঃ হাকিম।

সাঈদ : ওয়ালাইকুমুচ্ছালাম। .....কেমন আছ?...... কোথায় এখন তুমি? ......আচছা ঠিক আছে। ওয়েস্ট এক্সিট দিয়ে বেরুলে প্রথমে যে টেলিফোন কয়েন বক্সগুলি যার পাশে ম্যাকডোনাল্ডস্; ওখানে অপেক্ষা কর। এখনই আমি আসছি।

[রহীমকে উদ্দেশ্য করে] হাকিম আসছে। আমি স্টেশন থেকে নিয়ে আসি।

www.pathagar.com

রহীম : আপনি কষ্ট করবেন। তার চেয়ে আমিই গিয়ে নিয়ে আসি।

সাঈদ : তুমি মাত্র রান্না শেষ করলে। গোছল সেরে ফেলো। আমিই যাচিছ।

রহীম : ঠিক আছে। সাবধানে যাবেন। [সাঈদ বের হয়ে যাবে। রহীম এপ্রোন খুলতে খুলতে টেপ রেকর্ডারটি ছাড়বে। গান বাজবে] গানটিঃ

কতো দিন দেহিনা মায়ের মুখ
শুনিনা সেই কোকিল নামের কালা পাখীর গান
হায়রে পরান- হায়রে পরান (২বার)

হায়রে আমার গাঁয়ের বাড়ী
সারি সারি গরুর গাড়ী
ভরা নদীর পাঁড়
দীঘির জলে হাঁসের খেলা
ঘরের চালে দুপুর বেলা
রঙিলা কৈতর॥ (২বার)

উঠানে ছড়াইন্না সোনার ধান
হায়রে- হায়রে- হায়রে পরান।
হায়রে পরান (৩বার)।

কতদিন ধরিনা ডোবার মাছ
করিনা সেই মরা নদীর মিঠা পানি পান
হায়রে - হায়রে- হায়রে পরাণ। (৩বার)
হায়রে আমার রাখালিয়া হিয়া
পাগলা গরুর গোসল দিয়া
মাঠে নিয়া যায়।
বিকাল বেলা বাঁশের বনে
ঝিকিমিকি রোদের সনে
মন মিলাইতে চায়।
হায়রে-হায়রে-হায়রে পরান।

www.pathagar.com

হায়রে আমার গাঁয়ের বাড়ী
সারি সারি গরুর গাড়ী
ভরা নদীর পর
দীঘির জলে হাঁসের খেলা
ঘরের চালে দুপুর বেলা
রঙিলা কৈতর॥
ভুলিতে পারিনা মাটির টান
হায়রে-হায়রে- হায়রে পরান।

কতদিন রাহিনা চাঁনের খোঁজ
দেখিনা সেই তারার দেহে জ্যেতাই অভিমান
হায়রে - হায়রে-হায়রে পরান।

[এপ্রোন রেখে গোছলে যাবে]

[গোছল সেরে এসে গান শুনতে শুনতে টেবিলের পাশে বসে চুল আচরাতে থাকবে। এমন সময় পিম্‌পম্‌ বেজে উঠবে।

জ্বী আসুন। [হাকিমের সাথে হ্যান্ডসেক করে কুশলাদী জিজ্ঞেস করতে করতে চেয়ার টেনে দেবে।] বসুন।

[সবাই বসবে] আচছা আমরা খাবার দাবারের কাজটি সেরে নিয়ে তারপর বসে বসে গল্প করলে ভাল হয় তাইনা। কি বলেন সাঈদ ভাই।

সাঈদ : হ্যাঁ, হাকিমও দূরে থেকে এসেছে।

রহীম : ওকে। চলুন। [বলে তিনজন রান্না ঘরের দিক দিয়ে খাবারের ঘরে যাবে]

কথক : [স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে। শুধু কথকের উপর স্পট লাইট পড়বে। কথক বলতে থাকবে-]

হে! হে! দেখলেন ওরা খেতে গেল। কাজ করে এসেছে। নিজ হাতে রান্না করলো। এখন খাবে। ঘুমাবে। সকালে উঠে আবার কাজে যাবে। এইতো

www.pathagar.com

জীবন। একই ধারার জীবন ব্যবস্থার মাঝে সকলে ঘুরপাক খাচেছ। না জানি কিসের আশায় এগিয়ে চলছে মোহ্ গ্রস্তের মতো। [টুপি খুলে নিজের টাক মাথা বের করে সকলকে দেখিয়ে] হে! হে! আমার মতো চুল পড়ে গেছে অনেকের। বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচেছ, দেশে যাওয়ার নাম নেই। আবার অনেকে বিয়ে করে স্ত্রীকে দেশে রেখে এসেও দিব্যি কাটিয়ে দিচেছ বছরের পর বছর।

জীবন আছে বোধ নেই। অনেকটা হাসপাতালের বেডে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগীর মতো। গরমে ঘাম্‌ছে। শীতে গা কাটা দিচেছ। আল্‌পিনের ফোড়ন তার কাছে ব্যথাহীন, রমনীর লাল ঠোঁটের চুমো তার কাছে অর্থহীন। সময় মতো খাদ্য গ্রহণ করছে, মলমূত্র ত্যাগ করছে শুধু সুখ্য বোধের অনুভূতিটা গেছে গুড়িয়ে।

হে! হে! দেশে যাবে কি ভাই। এখানে মনুরা উৎপাত করলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়। কিন্তু জামাল চৌধুরীরা তো আইনেরও উর্ধ্বে, কি বলেন ঠিক না? আসুন আবার ফিরে যাই নাটকে।

[তিনটি পকারী সুয়েটের ক্যান হাতে কথা বলতে বলতে হাকিম ,রহীম ও সাঈদের প্রবেশ। তিনজনেই চেয়ার টেনে বসবে।

হাকিম : চমৎকার পাকিয়েছেন রহীম ভাই।

রহীম : না সে আর কী। জাপানে দীর্ঘদিন থাকার কারণে এখানে সবাই ভাল রান্না করতে পারে।

সাঈদ : আমি চিন্তা করেছি, দেশে গিয়ে নিজে রান্না করে মা-বাবাকে খাওয়াব।

www.pathagar.com

হাকিম : দেশে গিয়ে মায়ের হাতের রান্না খেলে তখন আবার বলবেন- মা তুমিই রান্না কর। তোমার হাতের রান্নাই ভাল। আসলে মেয়েদের রান্নার কোন তুলনাই হয়না।

রহীম : বহু নদ দেখিয়াছি বহু নদ দলে, কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে। মাইকেল মধুসূদনের 'মাতৃপ্রেম' আর কি। তবুও বড় বড় হোটেল, রেস্তোরা, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে ছেলেরাই রান্না করে।

হাকিম : [সাঈদ কে উদ্দেশ্য করে] সাঈদ ভাই সহসা দেশে যাচেছন নাকি?

সাঈদ : দেশে যেতে কে না চায়? কিন্তু রাজনীতিতে যে অস্থিরতা। তাতে দেশে যেতে মন চায়না। জাপানে ২৯শে জুলাই একটি নির্বাচন হয়ে গেল। আমরা টেরই পায়নি। অথচ বাংলাদেশে কত হরতাল বিক্ষোভ, ভাংচুরের পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনের তারিখ দিয়েছে অক্টোবরে। তাও আবার নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কিনা এ নিয়ে সবাই সংকিত।

রহীম : [এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। এখন নিজেই মুখ খুলল]

রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বলেছিলেন- 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাংগালী করে মানুষ করোনি।' পৃথিবী যে গতিতে এগুচেছ - আমরা সে গতিতে পিছিয়ে যাচ্ছি। আর রাজনীতির নামে প্রহসনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে অপরের পিন্ডি কপচাচেছ। সভ্য দেশগুলো যখন রিকসার টায়ার বদলানোর মতোই মানব দেহের অংগ প্রত্যংগ

www.pathagar.com

বদলাচেছ। আর সেই মুহূর্তে আমরা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাই। এই হলো আমাদের সোনার বাংলা। বিচিত্র সেলুকাস! যখন যেদিকে তাকাই চোখে পড়ে এক ঘুনে ধরা রংচটা চালচিত্র। দেশ গড়ার দায়িত্ব যাদের সেই রাজনীতিকরা নাগরিকদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে যা ইচেছ তা করে যাচেছ। আমাদের দেশে মিছিল, মিটিং এ ঘন্টার পর ঘন্টা লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে নেতাদের বক্তৃতা শুনেন। এই লোকগুলো যদি ১ ঘন্টা কাজ করতো তাহলে দেশের মাথা পিছু আয় কতো বেড়ে যেতো। কিন্তু সেদিকে নেতাদের খেয়াল নেই।

এ চিত্রকে সামনে রেখেই আমরা স্বপ্ন দেখি পরিবর্তনের। যেখান থেকে জীবন অনেক দূরে।

[টেলিফোন বেজে উঠবে। রিসিভার ধরে রহীমই আবার বলবে-]

রহীম ঃ জ্বী, রহীম বলছি। আসসালামু আলাইকুম।

.... কেমন আছেন রাশেদ ভাই?
.... অবশ্যই কেন দেবনা?
.... খুব খুশী হলাম।
.... আগামী সপ্তাহেই পাঠিয়ে দেব। খোদা হাফেজ।

[টেলিফোন রেখে সাঈদ ও হাকিমকে উদ্দেশ্য করে]

রহীম ঃ আমাদের এলাকার রাশেদ ভাই রিং করেছিলেন। উচচারণ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে দেশে। খুব খরচ হবে। তাই কিছু সহযোগিতা.........। খুব কর্মঠ লোক। মার্জিত ও সমাজসেবী।

www.pathagar.com

হাকিম ঃ রহীম ভাই। আমি দু'মান দেব। গত সপ্তাহে মনু ওর দলবল নিয়ে আমাদের বাসায় হানা দেয়। সবার টাকা পয়সা, বেছলেট, চেইন, ঘড়ি, সব মিলে প্রায় দু'শ মানের মত হবে।

আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ঘরে থাকলেতো আমার ৪৫টি মান ছিল তা পুরোটাই দিয়ে দিতে হতো। মনুরা যা জ্বালাচ্ছে, রহীম ভাই!

রহীম ঃ মনুরা তোমাদের বাসারও খোঁজ পেয়ে গেছে? জাপানে এত কষ্টে উপার্জিত অর্থ! আহা! কেউ পুলিশকেও খবর দিতে পারে না, "পাছে সবাইকে ধরে নিয়ে যায়।" এ দূর্বলতাটাকে পুঁজি করে মনুরা এ নিরাপদ দেশেও আপদ সৃষ্টি করছে। আসলে আমরাই ভাল না। কথায় আছে না "ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" আমরা দেশে থাকি আর বিদেশে যাই, চরিত্রতো বদলাতে পারি না। আচ্ছা রাত অনেক হলো। তোমাদের জন্য ঘুমানোর ব্যবস্থা করি।

হাকিম ঃ রহীম ভাই, আমার দেশে একটা টেলিফোন করা দরকার। মা-বাবাকে এ সময়ে অপেক্ষা করতে বলেছি।

[রহীম হাকিমকে টেলিফোন করার জন্য ঈশারা দেবে। হাকিম দেশে কথা বলতে থাকবে। রহীম ও সাঈদ অল্প আওয়াজে গল্প করতে থাকবে]

হাকিম ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি হাকিম। কেমন আছেন, বাবা?

www.pathagar.com

..........টাকা এখনও পান নি? দু'এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

.........ওরাতো হুন্ডিতে পাঠায় এ জন্য তাড়াতাড়ি পায়। হুন্ডিতে টাকা পাঠানো ভাল না। দেশের ক্ষতি হয়। পাপ হয়। ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠালে একটু বিলম্ব হলেও ভাল।

.... কেমন আছ মা?........... মেয়ে দেখেছো? কোথায়? .... না, মা। টেলিফোনে বিয়ে করলে অনেক সমস্যা হয়। আত্মীয় বা জানা শুনার মধ্যে হলে তবুও কিছুটা চলে। কিন্তু অনাত্মীয়, অচেনা হলে খুবই সমস্যা হতে পারে। এ ব্যাপারটি আমি পছন্দ করিনা, মা। দেশে এসে দেখে শুনেই বিয়ে করবো।

সবাইকে সালাম বলো। আমার জন্য দোয়া করো। আজ রাখি, কেমন? আল্লাহ্ হাফেজ।

[রিসিভার রেখে হাকিম ওদের কাছে গিয়ে রহীমকে ধন্যবাদ জানাবে। সাঈদ হাকিমকে টেবিলের উপর রক্ষিত বইপত্র দেখিয়ে বলবে-]

সাঈদ ঃ ইচ্ছে থাকলে কী না হয়। অক্লান্ত পরিশ্রম করেও রহীম ভাই প্রচুর জ্ঞান চর্চা করেন। আসলে জ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই।

[পর্দা পড়ে যাবে-]

www.pathagar.com

সপ্তম দৃশ্য

সরঞ্জাম ঃ [চেয়ার ৩টি, টেবিল ১টি, ম্যাপ, মোবাইল, ব্যানার, ডায়াস, মাইক টেবিল ক্লথ, ফুলদানী, বোমা, প্রতিযোগী ও মেহমানদের বেজ]

[জামাল চৌধুরীর বাড়ির ১০৭ নং ফ্লাট। টিটো হাবিবকে একটি ম্যাপ দেখিয়ে বুঝায়ে দিচ্ছে।]

টিটো ঃ উচ্চারণ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের অনুষ্ঠানটি ঠিক এখানটায় হবে। ডাক্তার সাজ্জাদ যখন প্রধান অতিথির বক্তব্য দেওয়া শুরু করবে। তখনই বোমা মারতে হবে।

হাবিব ঃ আচ্ছা, আমাকে, আমাকে ফাটাতে হবে বোমা? শুনেছি ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন খুব ভাল লোক। ওনাকে মারতে হবে কেন?

মন্টু ঃ খাইছে আমারে। এই কথা কইলে শুধু চাকুরী যাইব না। জানও যাইব। সাবধান আর কইও না। সব ভাল মানুষেরাই আমাদের বসের শত্রু। যখন যে রাস্তায় কাঁটা হয়, তাকেই তিনি সরাইয়া দেন।

পিন্টু ঃ এরই নাম জামাল চৌধুরী।

[টেলিফোন বেজে উঠবে। টিটো ধরবে। জামাল চৌধুরীর কণ্ঠ]

টিটো ঃ ইয়েস বস। অল্ কম্‌প্লিটা বস্। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিট পৌনে তিনটায় ওগুলো আমাদের কাছে পৌছে দিবে। উচ্চারণের অনুষ্ঠান বিকেল ৩টা

www.pathagar.com

থেকে। আর সালা সাজ্জাদ মঞ্চে উঠবে সাড়ে পাঁচটায়। তখনই বোমা মারা হবে। ডন্ট ওরি বস্।

[সব লাইট বন্ধ হয়ে যাবে। অন্ধকারে স্টেজ সাজানো হবে। তাড়াতাড়ি করে। স্টেজে থাকবে-১টি ডায়াস, ব্যানার, ৩টি চেয়ারে ডাঃ সাজ্জাদ, রাশেদ ও শামীম বসা থাকবে। লাইট জ্বলবে]

শামীম ঃ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে রয়েছে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরনী। সুধী দর্শক মন্ডলীর অনুরোধে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকারকারীদেরকে মঞ্চে এসে পুরস্কার নেয়ার পরে তাদের গানের প্রথম কলি একটু গেয়ে শুনানোর অনুরোধ করছি।
নজরুল গীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মোঃ আসাদুজ্জামান। তাকে মঞ্চে প্রধান অতিথির নিকট থেকে পুরস্কার নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

[দর্শকদের করতালির সাথে মঞ্চে আসবেন, গান গাবেন]

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট ও শিশুর আনমনে (২ বার)
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল ও খেলায় নিরজনে প্রভু নিরজনে।
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট ও শিশুর আনমনে খেলিছ।
শূন্যে মহাকাশে তুমি মগ্নো লিলা বিলাসে। (২ বার)
ভাঙ্গিস গড়িছ নীতি ক্ষনে ক্ষনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে।
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট ও শিশুর আনমনে খেলিছ।
তারকা রবি শশী খেলনা তব হে উদাসী, পরিরা আছে
রাঙ্গা পায়ের ও কাছে রাশি রাশি। (২ বার)
নিত্য তুমি হে উদার সুখে দুখে অধিকার। (২ বার)
হাসিছ খেলিছ তুমি আপন ও মনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে।
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট ও শিশুর আনমনে খেলিছ।

[পুরস্কার নিয়ে চলে যাবেন]

www.pathagar.com

আধুনিক গানে ১ম স্থান অধিকার করেছেন মোঃ মতিউর রহমান

[মঞ্চে আসবেন, গান গাবেন]

নাবিকই আমি হারিয়ে ফেলেছি বাতি ঘর
কুয়াশার মাঝে দেখিনা প্রান্তর
সব কিছু হয়ে গেছে স্তব্ধ নিথর। (২বাঁর)
জাহাজের কম্পাসের ভুল কাঁটাটা
দেখে দেয় দিকের দেয়াল
আকাশের মতো দু'চোখে আমার
উঠছে ভেসে অজস্র খেয়াল। (২বার)
তারি মাঝে বোবা বেদনায় হায়
হয়ে গেছি আমি কাফনের সাদা কাফন।

নাবিক আমি হারিয়ে ফেলেছি বাতিঘর
কুয়াশার মাঝে দেখিনা প্রান্তর
সব কিছু হয়ে গেছে স্তব্ধ নিথর। (২বার)
ও পাথরের মাঝে বসবাস
না জানি কতদিন আমি দেখিনি
বাহির পৃথিবীর কোন কারুকাজ।

নাকি আমি হারিয়ে ফেলেছি বাতিঘর
কুয়াশার মাঝে দেখিনা প্রান্তর
সবকিছু হয়ে গেছে স্তব্ধ নিথর। (২বার)
তবুও আমি আশায় বেঁধেছি বুক।
যেভাবেই হোক পাড়ি দেব অথৈ সাগর (ঐ)

[পুরস্কার নিয়ে চলে যাবেন]

www.pathagar.com

দেশের গানে ১ম স্থান অধিকার করেছেন মোঃ খলিলুর রহমান
[মঞ্চে আসবেন এবং গাবেন]

রিটার্ন টিকেট হাতে লইয়া
আইসাছি এই দুনিয়ায়
টাইম হইলে যাইতে হবে
যাওয়া ছাড়া নাই উপায়।
ও-মন কোন গাড়ীতে আইসাছিলাম
কোন গাড়ীতে যাবো?........ যাবো।
দু'দিনের এই ইষ্টিশনে
সেই কথাটি ভাবো রে মন
সেই কথাটি ভাবো। (২বার)

খবর ছাড়া বইসা আছো (২ বার)
কোন সুজনের অপেক্ষায় টাইম হইলে যাইতে হবে
যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

ও-মন নিক্তি মেপে মাল-সামানের
হিসাব দিতে হবে ... হবে।
বাঁধলে সিকি সেই হিসাবের
সময় কি আর রবে।
ও-মন সময় কি আর রবে।

ভেজাল সহ ধরবো যখন (২বার)
পড়বো কঠিন অবস্থায়
টাইম হইলে যাইতে হবে (২বার)
যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

[পুরস্কার নিয়ে চলে যাবেন]

www.pathagar.com

আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে রয়েছে, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, একজন সফল চিকিৎসক, আপামর জনসাধারণের বন্ধু ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর জনাব ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন।

[জনতার করতালি]

আমি ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেনকে তার বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ করছি।

শ্লোগান : ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন জিন্দাবাদ। এই সমাজ ভাংতে হবে নতুন সমাজ গড়তে হবে।

ডাঃ সাজ্জাদ : [ডায়াসে দাড়িয়ে] বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সম্মানিত সভাপতি, পরিচালক ও আজকের উপস্থিতি। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। আচ্ছালামু আলাইকুম।

উচ্চারণ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারায় আমি খুবই আনন্দিত। এ ধরনের অনুষ্ঠান ....

[বিকট বোমার শব্দ। সকলে ছিটকে পড়ে যাবে। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে বিহ্বল হয়ে হৈ চৈ করবে। কান্নাকাটি করবে।]

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

অষ্টম দৃশ্য

[করিম মিয়ার বাড়ি। করিম মিয়া উঠানে বসে মুগি চা খাইতেছিল। একটা গিফ্‌ট হাতে হাকিমের প্রবেশ]

সরঞ্জামাদি ঃ গিফটের প্যাকেট, চশমা, দুটি টোল বা চেয়ার, দুই গ্লাস মুগি চা, হ্যান্ড বিল, ঔষধ বিক্রির সরঞ্জাম।

হাকিম ঃ [কাশি দিতে দিতে] করিম কাকা বাড়িতে আছেন?

করিম মিয়া ঃ [চশমার সাইড দিয়ে তাকিয়ে] কে?

হাকিম ঃ আমি হাকিম। মফিজ উদ্দিনের ছেলে। চিনলেন না জ্যাঠা?

করিম মিয়া ঃ ও, তুমিনা জাপানে ছিলা? চেহারাতো একেবারে বদলাইয়্যা গেছে।

হাকিম ঃ জ্যাঠা জাপানে খুব পরিশ্রম করতে হয়। খাওয়া দাওয়া টাইমলি এবং ফ্রেশ খাবার দাবার বলে শরীরটা টিকে থাকে।

করিম মিয়া ঃ আমাগো রহিম কেমন আছে? আইব না দেশে?

হাকিম ঃ জ্বি, জ্যাঠা আগামী মাসেই আসবেন। ডাক্তার কাকায় সবার কাছে চিঠি লিখেছেন। রহিম ভাই এসে নির্বাচনের কাজ করবেন। আর আমরা ওখানে লিগ্যাল ছিলাম না। তাই ইমিগ্রেশন আমাদেরকে ধরিয়ে পাঠিয়ে দিল দেশে। ভালই হয়েছে। ধরে না পাঠালে কেউই আসতে চায় না দেশে।

করিম মিয়া ঃ ও, তাই নাকি!

www.pathagar.com

হাকিম : জাপানের অবস্থা এখন খুব খারাপ জ্যাঠা। ধরাধরি চলছে প্রচুর। তারপরও মানুষ ৮/১০ লাখ টাকা খরচ করেও জাপানে যাওয়ার জন্য পাগল।

আর জামাল চৌধুরীর ছেলে মনু আছেনা, জাপানে বাংগালীদের খুব জ্বালায়। ঘরে ঘরে যেয়ে জোর জবরদস্তী করে মানুষের টাকা পয়সা কাইরা লইয়া যায়।

করিম মিয়া : ও , জালেমের বেটা তাইলে জালেমই অইছে।

হাকিম : জ্যাঠা [হেসে দিয়ে] আপনি কি খাইতেছেন?

করিম মিয়া : রহীম পাঠায়েছে জাপান থিকা। আমাগো দেশের চায়ের মতন। পানি ভরা জগের মইধ্যে এক প্যাকেট ভিজাইয়া ফ্রিজে রাখতে হয়। ঠান্ডা হইলে খাইতে অয়। শরীরের জন্য উপকারী কইছে। ভাল লাগেনা, তাও খাই। পোলায় পাঠাইছে এই জন্য।

হাকিম : [হেসে দিয়ে] জ্যাঠা, এটার নাম মুগিচা। গরমের দিনে জাপানে আমরাও খেতাম। ভালই।

করিম মিয়া : তুমি এক গেলাস্ খাইবা বাবা, দাঁড়াও আমি আইনা দেই। [বলে ভিতর থেকে এক গ্লাস মুগিচা এনে হাকিমের হাতে দিবে।]

হাকিম : [গ্লাসের মুগিচা চুমক দিয়ে খেয়ে] ঐশী! তাহলে উঠি জ্যাঠা এখন? নির্বাচনে সাজ্জাদ কাকার পক্ষে আদা-পানি খেয়ে নাম্‌তে হবে, জ্যাঠা। ভাল লোকেরা ক্ষমতায় না থাকলে জনগণের দুঃখ ঘুচে না।

করিম মিয়া : তাই, তাই। ঠিকই কইছ বাবা।

[স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে, কিন্তু পর্দা পড়বে না। অন্ধকারেই এমন ভাবে স্টেজ সাজাতে হবে যেন বুঝা যায়, বাজারের পাশের সড়ক। দু'জন ডাঃ সাজ্জাদের প্রচার পত্র বিলি করবে। পথ দিয়ে যারা যাবে। তাদের ডেকে]

www.pathagar.com

প্রচার পত্র বিলিকার ঃ কাকা, ভোটটা ডাঃ সাজ্জাদকে দিবেন। ছাতা মার্কা। ভাই ভোটটা দিবেন ছাতায়।

[ইত্যাদি বলে খুব আন্তরিকতার সাথে হ্যান্ডবিল বিলি করতে থাকবে। হাটের দিন। অনেক লোকের যাতায়াত। সবাইকে ডাঃ সাজ্জাদকে ভোট দেয়ার জন্য বুঝাতে বুঝাতে প্রচার পত্র বিলিকারীগণ ক্লান্ত হয়ে গেছে। তবুও সমাজের পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে এমন ভাব চেহারায় ফুটে উঠবে। দূর থেকে মাস্তান হাবিবের আগমন লক্ষ্য করে বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকায় দু'জন প্রচারপত্র বিলিকারীই কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলে তাড়াহুড়া করে প্রস্থান করবে।]

[এরা স্টেজ থেকে প্রস্থানের পরে মাস্তান হাবিব তার দল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাবে। এদের ভয়ে রাস্তার পথচারীরা পালাতে থাকবে। কেউ বলবে- "মাস্তান হাবিব আইছে, তাড়াতাড়ি পালা" ইত্যাদি। হাবিব এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রস্থানের পরে জামাল চৌধুরীর পয়সা খেয়ে তার নির্বাচনী প্রচার কাজে নিয়োজিত ঔষধ বিক্রেতা- হকার এসে তার ঔষধ পত্র গুছগাছ করবে। আস্তে আস্তে হকারের পাশে লোকজন গিয়ে বসবে। বাজারে হকারের পাশে গোল হয়ে যেমন লোকজন বসে সেভাবে এক জনে জামাল চৌধুরীর লিফলেটও বিলি করবে]

ঔষধ বিক্রেতা ঃ আস্তে, আস্তে, জোড়ে তালিয়া বাজাও। আস্তে আস্তে, ... আজকের ঔষধ কিনতে পয়সা লাগবে না। শুধু ভোটটা দিবেন কুড়াল মার্কায়। কুড়াল .... ।

[ঔষধ বিক্রয়কারী হকার তার স্বভাবজাত কিছু সংলাপ যোগ করে দর্শকদের হাসাতে পারেন]

[স্টেজ ডার্ক হায় যাবে এবং পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

নবম দৃশ্য

সরঞ্জামাদি ঃ ভাংগা প্লেট, এক হাজার ইয়েনের ১টি নোট, ঘড়ি, কলম ও হারিকেন।

[জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ইমিগ্রেশনের বাইরে হাকিম ও শামীম অপেক্ষা করবে। স্টেজ সাজাতে ঝামেলা হলে স্লাইডের মাধ্যমে পর্দায় বিমান বন্দরের দৃশ্য দেখানো যেতে পারে। ভিক্ষুক বেশের ভাল মানুষটি দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। রহিম বের হয়ে হাকিম ও শামীমের কাছে আসার আগেই]

ভিক্ষুক ঃ পার্টি আইছেরে- [বলে লুলা হয়ে ভাংগা প্লেট ঠেলতে ঠেলতে রহীমের কাছে যাবে। একটা ডলার দেন, স্যার। স্যার একটা ডলার দেন না, স্যার!]

[হাকিম ভিক্ষুককে ফাকে সরাতে গেলে ভিক্ষুক রাগ হয়ে]

আমার পার্টি। আগে আমি কথা বলবো। একটা ডলার দেন স্যার।

রহীম ঃ নাও–

[১ হাজার ইয়েনের একটি নোট বের করে দেবে]

ভিক্ষুক ঃ [এক হাজার ইয়েনের নোটটি তাকিয়ে দেখে]

জাপান থেকে আইছেন? একটা মান দেননা স্যার।

[রহীম, হাকিম ও শামীমের সাথে কথা বলতে থাকবে। এই ফাকে রহীমের পকেট থেকে ভিক্ষক ঘড়ি ও কলম মেরে দিবে। হাকিম রহীমকে ১ মান দিতে নিষেধ করে গাড়ির দিকে রহীমকে টেনে নিয়ে যাবে। ভিক্ষুক প্রস্থানের আগে স্টেজের এক পাশে দাঁড়িয়ে আপন ভংগীতে বলবে-]

মেইড ইন জাপান। একেই বলে হট বিজনেস। হাঃ হাঃ হাঃ

[সুস্থ্য মানুষের মতো হাসি দিয়ে ভদ্র লোকের মতো প্রস্থান করবে]

www.pathagar.com

[স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে। দু'একটি জোনাকি স্টেজে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হলে ভাল হয়। আবহ সংগীতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ হতে পারে। অর্থাৎ গ্রামে জংগলের পার্শ্বস্থ রাস্তা বুঝাতে যা লাগে। নিভো নিভো হারিকেন হাতে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পথচারী -১ এর প্রবেশ। বাইরে দু'একটি ফাকা গুলির আওয়াজও হতে পরে। নির্বাচনের দিন রাতে যেমন হয়]

পথচারী-১ ঃ লাশ! হায় হায়রে! লাশ ! গোলাগুলি! হায় হায়রে! গোলাগুলি!

[বলতে বলতে স্টেজে প্রবেশ। স্টেজের অপর দিক দিয়ে পথচারী ২ এর প্রবেশ]

পথচারী-২ ঃ কোথায়? কি হইছে কোথায় গোলাগুলি।

পথচারী-১ ঃ হায় হায়রে! কার্তিক পুর ব্রিজের নামায়। বাগের কাছে। পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি! হায়! হায়রে! লাশ!

[কাঁপতে কাঁপতে বলবে]

পথচারী-২ ঃ চল দেখি কোথায় লাশ? আর নির্বাচনে পাশ করল কে জানস্?

পথচারী-১ ঃ জানিনা! হায়! হায়রে! লাশ!

[ওরা প্রস্থান হতে থাকবে। বাইরে সাজ্জাদ হোসেনের বিজয় মিছিলের শব্দ। "ইলেকশনে জিতলো কে- সাজ্জাদ ভাই সাজ্জাদ ভাই।" সাজ্জাদ ভাইয়ের মার্কা- ছাতা ছাতা"]

[স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে এবং পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

দশম দৃশ্য

সরঞ্জামাদি ঃ বেড, বেড কভার, ব্যান্ডেস, চেয়ার।

[রহীমাদের বাড়ী। একটি বেডের উপর হাবিব শুয়ে থাকবে। মাথায়, পা ও পায়ের আংগুলে ব্যান্ডেজ। অজ্ঞান থাকা অবস্থায় রহীম সারারাত হাবিবের শুশ্রূষা করেছে। পুলিশের সাথে গোলাগুলি করে দারুন ভাবে আহত হয়েছিল হাবিব। এখন জ্ঞান ফিরেছে। রহীম কাছে গিয়ে বলবে]

রহীম ঃ কিরে ভয় পাচ্ছিস না লজ্জা?

হাবিব ঃ কোনটাই না। [রহীম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাবে] আশ্চর্য লাগছে, তাইনা? বিস্ময়ের কিছু নেই বন্ধু। আমার জায়গায় তুই হলেও ভয় ভীতি, জড়তা, সব কেটে যেতো। প্রথম যেদিন অপারেশন করি, সেদিন ছোট্ট একটি শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওর মাকে যখন ঐ নরপিশাচ জামাল চৌধুরীর হাতে তুলে দেয়ার জন্য পাকরাও করেছিলাম। শিশুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করছিল।

শিশুটির মা কাকুতি মিনতি করে বলেছিলো বাবা, তোমারাতো আমার ছেলের মতন। এই শিশু বাচ্চাটার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাওনা! এই আমি [নিজের বুকে আংগুলি নির্দেশ করে] চিৎকার করে বলেছিলাম, না- পৃথিবীতে আমার মা-বাবা বলে কেউ নেই। [একটি অদ্ভুৎ হাসি দিয়ে] জামাল চৌধুরীর ক্রীত দাসদের ভয়, ভীতি, লজ্জা থাকতে নেই, বন্ধু! থাকতে নেই!

রহীম ঃ বন্ধু! [বলে জড়ায়ে ধরবে]

[স্টেজ অন্ধার হায়ে যাবে। স্পট লাইট ওদের ওপর পড়বে। আস্তে আস্তে স্পট লাইট নিভে যাবে। স্টেজ আলোকিত হবে। তখন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়তে থাকবে। রহীম হাবিবের পাশে দাঁড়িয়েই বলবে-]

www.pathagar.com

একদিন এস, এম, হলের ঐ রুমটিতে বসে তুই আমি কতো কথা বলতাম। বলতাম- এ সমাজটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। অথচ আজ তোর জীবনে এ কী নাটকীয় পরিবর্তন! তুই আবার স্বাভাবিক জীবিনে ফিরে আয় হাবীব!

হাবীব : অনেক দিনের ব্যবধানের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে এক বিশাল দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এ প্রাচীর ভেঙেঁ ফিরে আসা খুব কঠিন বন্ধু! একা আমি হাবিবই নই। আমার মতো হাজারো হাবিব এমনি করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনেরও যে মূল্য আছে, তা' কেউ স্বীকার করেনা বন্ধু!

রহীম : তবুও ফিরে আসতে হবে। এ সর্বনাশা জীবন কারো কাম্য হতে পারে না। চল্ এখনই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করবি। [বলে হাবিবকে জড়িয়ে বুকে টেনে নেবে এবং কাঁদতে থাকবে]

[ষ্টেজের একপাশ দিয়ে পাগলের প্রবেশ। গান গাইতে গাইতে-

পাগল : আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম তবু জমিন আমার হয় যে নিলাম...। দে, তোরা আমার বুকের মানিক পোলাডারে ফিরাইয়া দে! [কাঁদতে কাঁদতে পাগলের প্রস্থান]

হাবিব : [পাগলটার প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে] তবুও পাগলের একটা জাত আছে। আমাদের তাও নেই। হায়রে জীবন! [হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] রহীম, সাড়ে ছয়টা বাজে। আর একটু পরেই আমার সংগীরা জামাল চৌধুরীর আস্তানায় যাবে। অপারেশনে ব্যর্থতার দায়ে ওদেরকে জীবনে মেরে ফেলবে। ঐ নরপিশাচ জামাল চৌধুরী। তুই থানায় যা। আমি যাচ্ছি ওদের রক্ষা করতে। [বলে দু'জন ষ্টেজের দু'দিক দিয়ে দৌড়ে প্রস্থান করবে]

[পর্দা পড়ে যাবে]

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সরঞ্জাম ঃ চেয়ার, টেবিল, পিস্তল, বন্দুক, হ্যান্ডকাফ।

[জামাল চৌধুরীর বাড়ি। চেয়ারের সামনে দিয়ে পায়চারী করতে থাকবে সে। বার বার ঘড়ির দিকে তাকাবে। টিটো, পিন্টু ও মন্টুর প্রবেশ। ওদের দেখে আক্রোশে ফেটে পড়ে জামাল চৌধুরীর সংলাপ]

জামাল চৌধুরী ঃ ১০৭। মাত্র ১০৭টি ভোট। একটা বাক্স ছিনতাই করতে পারলেই লেঠা চুকে যেতো। কিন্তু, বাক্স ফেলে গন্ডারের মত দেহ নিয়ে ফিরে এলি। অসহ্য, একেবারেই অসহ্য। জীবন নিয়ে তোরা পালিয়ে এলি কোন সাহসে? অপারেশনে ব্যর্থ হয়ে জামাল চৌধুরীর সামনে জিন্দা এসে দাঁড়ালেও যে জীবনের কোনমূল্য নেই। তোরা কি এটা জানিস না? তোরা ...... তোরা .... [ক্ষোভে পিন্টুও মন্টুর কলার চেপে ধরবে]

পিন্টু ও মন্টু ঃ আমাদেরকে মাফ করে দেন, বস।

[বলে জামাল চৌধুরীর পায়ে লুটিয়ে পড়বে]

জামাল চৌধুরী ঃ মাফ, কিসের মাফ। [লাথি দিয়ে দূরে ফেলে দেবে]

[টিটো নিজের অবস্থান সংযত করে ব্যর্থতার গ্লানিমাখা সুরে বলবে]

টিটো ঃ বস, আপনি যাকে লীডার বানিয়ে পাঠিয়েছেন, ঐ হাবিবইতো বললো- আমাদেরকে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে। লীডারের কথাতো মানতেই হয়। অতীতে আমরা অনেক অপারেশন করেছি। নির্বাচনের বাক্স ছিনতাই ও আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু লীডার হাবিবের অর্ডার মানতে গিয়েইতো এমন হলো-

www.pathagar.com

জামাল চৌধুরী ঃ ছোট লোকের বাচ্চা হাবিব! তুই কোথায় পালাবি? যেখানেই থাকিস, জামাল চৌধুরীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না। তুই জানসি না, জামাল চৌধুরী কতো নির্মম!

জামাল চৌধুরী যাদের টাকা দিয়ে পোষে, তাদের জান জামাল চৌধুরীর হাতেই থাকে।
[লেংড়াতে লেংড়াতে হাবিবের প্রবেশ]

হাবিব ঃ ভুল। ভুল বললেন চৌধুরী সাহেব। জীবন মরণ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন। আর যার থেকে ইচ্ছা জীবন কেড়ে নেন। বিনিময়ে তিনি দেন জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আপনার তো বিনিময় দেয়ার কিছুই নেই।

জামাল চৌধুরী ঃ বিনিময়? হা ঃ হা ঃ হা ঃ হা ঃ জামাল চৌধুরীর বিনিময়ের স্বরূপ দেখিস নি। দেখ- [পকেট থেকে পিস্তল বের করে মন্টুকে গুলি করে ফেলে দিবে। মন্টু ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যাবে।]

পিন্টু ঃ [ভয় পেয়ে] বস্ আপনার কৃপায় লালিত হয়েছি।

জামাল চৌধুরী ঃ তোরা সব নিমক হারামের দল। আমারটা খেয়ে পড়ে বেঁচে আছিস, আবার আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলিস, আমার বিনিময় দেয়ার কিছুই নেই। তোদের কারো ক্ষমা নেই। নিমক হারামের বাচ্চা! [বলে- গুলি করে পিন্টুকেও ফেলে দিবে] [এবার হাবিবের দিকে তাকিয়ে] পাগলের বাচ্চা হাবিব, দেখলি জামাল চৌধুরীর বিনিময় কতো অদ্ভুৎ। এবার তুই তৈরী হ বিনিময় গ্রহণের জন্য। [বলে পিস্তল উচিয়ে হাবিবের কাছে যাবে। হাবিব পিস্তল সহ হাত উচিয়ে ধরবে। এমন সময় উভয় দিক দিয়ে পুলিশের প্রবেশ। সাথে ডাঃ সাজ্জাদ ও রহীম।]

www.pathagar.com

পুলিশ অফিসার ঃ খবরদার। কেউ এক পা লড়বেতো আমার রিভলবারের ছয় রাউন্ড গুলির একটিও মিস্ হবে না। সকলে দু'হাত উপরে তুলুন।

[জামাল চৌধুরী দু হাত উপরে তুলবে। তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে যাবে। সাথে হাবিব ও টিটোও দু'হাত উপরে তুলবে]

সকলকে হ্যান্ডকাফ পড়াও।

[পুলিশ জামাল চৌধুরী, টিটো ও হাবিবকে হ্যান্ডকাফ পড়াবে। রহীম হাবিবকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে। ডাঃ সাজ্জাদ হাবিব ও রহীমের মাথায় হাত বুলাবে]

মানুষের জীবন নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছেন জামাল চৌধুরী [বলে লাঠি দিয়ে খোচা দিয়ে প্রস্থানের দিকে নিয়ে যাবে। পিছু পিছু টিটো, হাবিব, রহীম ও সাজ্জাদ হোসেনও প্রস্থান করবে]

[ষ্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে। অন্ধকারে কথক এসে দাঁড়াবে। তাঁর উপর স্পট লাইটের আলো পড়বে। কথক একেবারেই বাস্তব ভংগীতে বলতে থাকবে–]

কথক ঃ এইতো দেখ্লেন- জামাল চৌধুরী গ্রেফতার হলো। আইনের ফাঁক দিয়ে আবার ঠিকই রেরিয়ে আস্বে। আর এ জামাল চৌধুরীকে সহযোগিতা করবে তথাকথিত আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা। ফলে সমাজে অন্যায়, অপকর্ম আবার আগের মতোই চল্বে।

আসলে বিবেকের স্বাধীন বিবেচনায় ন্যায় ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায় ও অপকর্মের প্রতিরোধ করার সৎ সাহস আমাদের নেই। আমাদের সমাজে স্বাধীন চিন্তার মানুষ নিঃসঙ্গ হতে হতে রেশম গুটির মতো আপন বৃত্তে বন্দি হয়ে গেছে। তার সম্প্রসারিত পুনরুজ্জীবনের শক্তি নেই। তাই কোন আবেদনই তাকে আন্দোলিত করে না।

www.pathagar.com

একটা আত্মজাগরণ, একটা প্রচন্ড মানসিক উত্থান ও বিপ্লব ছাড়া এদেশে নতুন মানুষ, নতুন প্রজন্ম জন্মাবেনা।

কিন্তু সেই আবহ তৈরীর জন্য এদেশের মাটি ও মানুষে বিশ্বাস রেখে তিতুমীর, খান জাহান আলী ও হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র মতো হাক ডাক দেবার মানুষের সংখ্যা কমে গেছে। কমে যাচ্ছে দ্রুত!

[সংলাপ শেষ হলে কথক তাঁর আপন ভংগীতে দাঁড়িয়ে থাকবে ফ্রিজ হয়ে। স্পট লাইট তাঁর উপর থেমে থাকবে। নেপথ্য থেকে ভেসে আসবে গানের সূর-]

এখানে কি কেউ নেই......................
খোদার রঙে জীবনকে রাঙ্গাবার (২বার)
এখানে কি কেউ নেই খালেদের মতো
এখানে কি কেউ নেই তারিকের মতো
এখানে কি নেই ওমরের মতো কেউ,
এখানে কি নেই তিতুমীর সম কেউ
এখানে কি কেউ নেই
সালাদিন সম কেউ
এই দুর্দিনে অভিযান চালাবার
এখানে কি কেউ নেই
খোদার রঙে জীবনকে রাঙ্গাবার (২বার)

গানটি শেষ হতে হতে স্পট লাইট নিভে যাবে। স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে। পর্দায় লেখা উঠবে-

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এখনও ক্রীতদাস

নাটক শিল্প সাহিত্যের এমন একটা মাধ্যম যেখানে লেখকের সৃষ্টি করা প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত। এ মাধ্যম এতটা শক্তিশালী যে এর কল্যাণে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষও অতিসহজে জীবন বাস্তবতায় রস সংগ্রহ করতে পারে। এই দিকটির কথা ভেবেই হয়তো জাপান প্রবাসী লেখক মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন সাহিত্যের এ মাধ্যমটিকেই সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি সুদূর জাপানে বসে বাংলা নাট্যসাহিত্যের চর্চা করছেন। এটা নিঃসন্দেহে খুশীর খবর। এ জন্য নাট্যকার মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি প্রবাস জীবনে একটু বৈচিত্র্য আর একটু আনন্দ খোঁজার সাথে সাথে নিজের দেশ-জাতি ও ধর্মকে ধারণ করার সযত্ন প্রয়াস চালিয়েছেন। এখনও ক্রীতদাস তার প্রথম নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার আগে জাপানের দিশারী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে টোকিওর লাইফ লং লার্নিং সেন্টারে মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রথম প্রদর্শনীর দিনই ব্যাপকভাবে দর্শক নন্দিত হয়েছে মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইনের এ নাটকটি, এ কথাও জাপান প্রবাসী বাঙালী দর্শকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম। এ জন্যই বলতে ইচ্ছে হচ্ছে এ নবীন নাট্যকারের আর অপেক্ষা করার সময় নেই। তাকে শক্ত হাতে কলম ধরতে হবে এ পৃথিবীর জঞ্জাল সরানোর লক্ষ্যে। তার নাটক মানুষের মনে মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে গড়ে তুলবে এক শান্তিময় বিশ্ব। এমন সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে তার লেখা প্রথম নাটকটিতে। একই সাথে এ নাটকে তিনি বাংলাদেশ ও জাপানের সংস্কৃতি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যা কেবল একজন সমাজ সচেতন লেখকের পক্ষেই সম্ভব। এ নাটকে চিত্রিত করেছেন সমাজের নানান অসংগতি। এ অসংগতি তুলে ধরে তিনি এর বিরুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস তার পথচলা অব্যাহত থাকলে, তিনি ইসলামী চেতনা লালনকারী একজন শক্তিশালী নাট্যকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

একটা কথা এই নবীন নাট্যকারকে মনে রাখতে হবে। নাটক মূলতঃ দৃশ্যকাব্য। এতে শুধু বাস্তবতাই থাকবে না স্বপ্নও সৃষ্টি করতে হবে যাতে দর্শকগণ হল থেকে চোখে স্বপ্ন নিয়ে ফিরতে পারে।

আল মাহমুদ